হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমিরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | মাসে দুইবার | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ... ... ১৪৯ পৃঃ

২। আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) 'পয়গাম'—আহ্‌মদীয়া জমাত-সমূহের প্রতি ... ... ১৫০—৫১ ,,

৩। হজরত মসিহ মাওউদের (সাঃ) অমৃতবাণী ১৫২ ,,

৪। ঐশী অনুগ্রহ লাভের উপায়—খোদা তা'লার সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন, প্রভু-ভৃত্যের নয় ১৫৩—৫৫ ,,

৫। দোয়া করিবার প্রণালী—কিরূপে দোয়া করিলে দোয়া কবুল হয় ... ১৫৬-৭০ ,,

৬। বিবিধ সংবাদ ... ... ১৭১—৭২ ,,

আহ্‌মদীয়া ট্রেণিং কেম্প

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহোদয়ের অনুমতিক্রমে এবার ঢাকায় দারুৎ তবলীগে আগামী মে ও জুন মাসে আহ্‌মদীয়া ট্রেণিং কেম্প খোলা হইবে, ইন্‌শাল্লাহ্‌।

(ক) প্রথম ছয় সপ্তাহ কাল কোরান শরীফ, হাদিস, হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) পুস্তকের নির্দ্ধারিত অংশ বিশেষ এবং তবলীগী বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দলিলাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু ও আরবীর প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

(খ) বাকী দুই সপ্তাহকাল প্রার্থিগণকে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া তবলীগ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রার্থিগণ অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

২। উক্ত ট্রেণিংএর সময়ের জন্য খোরাকী বাবদ **প্রত্যেককেই ১০৲ দশ টাকা করিয়া অগ্রিম দাখিল** করিতে হইবে। ইহা ছাড়া খোরাকী বাবত অতিরিক্ত যাহা লাগিবে তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন বহন করিবে। তবলীগ টুর বাবদ অতিরিক্ত খরচও প্রাদেশিক আঞ্জোমন বহন করিবে।

৩। **ঢাকায় যাতায়াত খরচ প্রত্যেক প্রার্থীকেই বহন করিতে হইবে।**

৪। প্রত্যেককেই ঢাকার আঞ্জোমনে থাকিতে হইবে এবং আবশ্যকীয় বিছানা ও মশারী সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। **উক্ত ট্রেণিংএর পরবর্ত্তী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারীকে কাদিয়ানে বাৎসরিক জলসায় যোগদান করিবার জন্য ১৫৲ পনর টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।**

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

হে প্রভো! তুমি তোমার পবিত্র কোরান শরীফে এই শিক্ষা দিয়াছ যে, তোমার 'মহব্বত' লাভ করিতে হইলে সর্ব্ববিষয়ে তোমার রসুল করীমের (সাঃ) নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাই আজ তোমার প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র (আঃ) প্রতিশ্রুত খলিফা (আইঃ) আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে তোমার রসুলের (সাঃ) নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং তাই আজ আমরাও তোমার প্রেম লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সেই পুণ্যাহ্বানে সাড়া দিয়া জীবনের সর্ব্ববিষয়ে তোমারই রসুলের (সাঃ) প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছি। কিন্তু, প্রভো! আমরা অতি দুর্ব্বল; আমাদের পদে পদে অসংখ্য দোষ-ত্রুটী থাকিয়া যায়। তোমার বিশেষ 'ফজল' বা অনুগ্রহ না হইলে আমরা আমাদের সঙ্কল্পে সফলকাম হইব না। প্রভো! তুমি বড়ই 'ফজল-ওয়ালা'। তাই তুমি তোমার বিশেষ 'ফজলে' আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে তোমার মহানবীর (সাঃ) আদেশ ও অনুসৃত নীতি অনুযায়ী চলিবার তৌফিক দাও এবং আমাদিগকে তোমার খাঁটি প্রেমিক শ্রেণীভুক্ত কর! হে প্রভো! তুমি তোমার মহা অনুগ্রহে তাহাই কর। তোমার প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র (আঃ) প্রতিশ্রুত খলিফা (আইঃ) আজ আমাদিগকে তোমার সহিত প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। প্রভো! শত প্রশংসা তোমার এবং শত অনুগ্রহ বর্ষিত হউক তোমার এই খলিফার (আইঃ) উপর যিনি আজ আমাদিগকে এরূপ মহান ও উচ্চ সম্পর্কের প্রতি আহ্বান করিয়াছেন। প্রভো! আমরা তোমার সহিত প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্বন্ধই চাই; প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ চাই না। প্রভো! আমরা জানি, প্রকৃত প্রেমিক সাজা কত কঠিন, প্রকৃত প্রেমের দাবী কত বড়, ইহার দায়িত্ব কত গুরু! কিন্তু আমরা ইহাও জ্ঞাত আছি যে, তুমি অপার অনুগ্রহশীল, অসীম করুণাময় এবং পরম দয়ালু; বান্দাগণকে প্রেমালিঙ্গন করিতে তুমি সর্ব্বদা উদগ্রীব। তোমার এই অপার অনুগ্রহ ও অনন্ত করুণার উপর ভরসা করিয়াই আজ আমরা তোমার প্রেমিক সাজিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রভো! তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে তৌফিক দাও যেন আমরা তোমার প্রেরিত পুরুষগণের এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের আদেশ-ইঙ্গিতে তোমার পথে জীবন প্রাণ, ধন মান যথাসর্ব্বস্ব অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিয়া প্রকৃত প্রেমিক সাজিতে পারি। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন!

আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) 'পয়গাম'

আহ্‌মদী জমাতসমূহের প্রতি

ভ্রাতাগণ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনারাই যে সর্ব্ব প্রথম খোদাতা'লার জন্য কোরবানী করিতেছেন, তাহা নহে। হজরত রসুল করীম (আঃ) সাহাবিগণকে (রাঃ) বলিতেন—"তোমাদের পূর্ব্বে লোকদিগকে ধর্ম্মের জন্য করাত দ্বারা চিড়িয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহারা "ওঃ" পর্য্যন্তও বলেন নাই। সাহাবিগণের (রাঃ) আদর্শ আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে। 'এখলাসের' (আন্তরিকতার) সহিত তাঁহারা রসুল করীমের (সাঃ) ও তদীয় খলিফাগণের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। মানবের সাক্ষ্য ব্যতীত খোদাতা'লার সাক্ষ্য ও তাঁহাদের সাক্ষে রহিয়াছে। খোদাতা'লা বলেন,—

رضى الله عنهم ورضوا عنه

—অর্থাৎ, "খোদাতা'লা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা খোদাতা'লার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

আজ সেই ভারই আপনাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই আমানতই আপনাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। খোদা-তা'লা আপনাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া এই বোঝা দীর্ঘকাল-পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু বোঝা ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়াতে এক দিক দিয়া যেমন ইহা হাল্‌কা হইয়াছে, অপর দিক দিয়া ইহা ভারীও হইয়াছে। কারণ এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা ভারী কোরবানী অল্প কাল ব্যাপিয়া করিতে পারে, কিন্তু হাল্‌কা কোরবানী অধিক কাল ব্যাপিয়া করিতে পারে না।

কিন্তু ইহা আমার ইচ্ছাধীন হয় নাই। খোদাতা'লারই সিদ্ধান্ত করিবার ছিল এবং তিনিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—جف القلم على ما هو كائن—অর্থাৎ, কুদ্‌রতের (খোদার) সিদ্ধান্তের কালি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, এক বিপদের পর আর এক বিপদ আসিবে। শত্রুগণ এক দিক দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অন্য দিক দিয়া আক্রমণ করিবে এবং আপনাদিগকে ক্লান্ত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবে। খোদাতা'লা করুন, যেন তাহাদের এই আকাঙ্খা পূর্ণ না হয়। কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ক্লান্ত দেখিতেছি। কোন কোন ব্যক্তির কটিদেশ এক হাল্‌কা বোঝার ভারেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। হজরত রসুল করীম (সাঃ) মোমেনের পথকে এক 'পুল-সেরাত' (সেতু-পথ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহা জাহান্নাম বা নরকের উপর প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এই সেতুতে থামিবে সে সোজা জাহান্নামে পতিত হইবে। কি ভীষণ পরিণাম! কি ভয়ঙ্কর পরিণতি! খোদাতা'লা প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

এ বৎসর আপনারা সাধারণ চাঁদা বা অসিয়তের চাঁদা ব্যতীত স্বেচ্ছায় তাহরাক জদীদের চাঁদারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; কেহ কেহ জুবিলার তাহরীকেও সাড়া দিয়াছেন। এই সব মিলিত করিয়া আমি মনে করি, এই বৎসর এবং আগামী বৎসর আপনাদের জন্য কঠোর পরীক্ষার বৎসর এবং এই দুই বৎসরের প্রভাব যেহেতু তৃতীয় বৎসরের উপরও পতিত হইবে, অতএব তৃতীয় বৎসরকেও কঠিনই জ্ঞান করিতে হইবে। **মোটকথা, এই তিন বৎসর আপনাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার সময়;** এই সময়ে আপনাদিগকে আপনাদের ইমানের পরীক্ষা দিতে হইবে।

কিন্তু এই বোঝা বহন করিবার জন্য আপনারা কি প্রস্তুত হইয়াছেন ? যদি আপনারা আপনাদের ইমান রক্ষা করিতে চান তবে অবিলম্বে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে এবৎসর কোন কোন বন্ধু তাহরীক জদীদের চাঁদায় শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন ; ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আমার ভয় হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি এই পরীক্ষায় ফেল হইয়া না যায়। খোদাতালা তাহাদের প্রতি 'রহম' (করুণা) করুন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করুন ! আল্লাহুম্মা আমীন !

অতএব আমি এই ঘোষণা দ্বারা সমস্ত জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে **সংসার খরচের কঠোর সঙ্কোচ সাধন না করিয়া এই বর্দ্ধনশীল বোঝা বহন করা যাইবে না।** সুতরাং যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চায় তাহার স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে এই বিষয়ে একমত করিয়া নিজ সংসার খরচ কমান উচিত, যেন বোঝা বহন করিতে পারে। যাহারা এরূপ না করিবে তাহারা নিজ হস্তে নিজ অকৃতকার্য্যতা সাধন করিবে। —ا لعیا ذ با لله।

আমি সমস্ত জমাতের মনোযোগ এবিষয়ের প্রতিও আকর্ষণ করিতেছি যে, **দুই সপ্তাহ মধ্যে পাঞ্জাবের জমাতসমূহ * তাহরীক জদীদের দুইজন সেক্রেটারী নিয়োজিত করিয়া আমাকে জ্ঞাপিত করিবেন।** এক জন 'মালী' বা ফাইনেন্‌সিয়েল সেক্রেটারী, আর এক জন 'আম' বা সাধারণ সেক্রেটারী। 'মালী' সেক্রেটারী চাঁদা সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্য্য করিবেন এবং 'আম' সেক্রেটারী অন্যান্য শর্ত্ত পালনের বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। 'মালী' সেক্রেটারী হয়তঃ বর্ত্তমান 'মালী' সেক্রেটারীকেই মনোনীত করা যাইতে পারে। এই সংবাদসমূহ অবিলম্বে পৌঁছা আবশ্যক এবং আমার মঞ্জুরীর অপেক্ষা না করিয়া সেক্রেটারিগণের অবিলম্বে চাঁদা আদায়ের কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

পাঞ্জাবের বহির্ভূত ভারতীয় জমাতসমূহের জন্য এক মাস এবং ভারতের বাহিরের জমাতসমূহের জন্য আড়াই মাস সময় দেওয়া গেল। **তাহরীক জদীদের কার্য্যের জন্য আশু অর্থের আবশ্যক বিধায়** সেক্রেটারিগণকে হেদায়ত করা যাইতেছে যে, তাহারা সংগৃহীত টাকা নিজের কাছে জমা না রাখিয়া সংগ্রহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইয়া দিবেন।

এই ঘোষণা পাঁচবার প্রকাশ করা হইবে। প্রত্যেক আহ্‌মদী জমাতের নিকট আশা করা যায় যে, তাঁহারা জুমার নামাজের সময় ইহা সকলকে শুনাইবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং প্রত্যেক আহ্‌মদী বন্ধুর নিকট আশা করা যায় যে, তাহারা নিজ স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধুবান্ধবকে এই ঘোষণা শুনাইয়া দিবেন। হয়তঃ, আল্লাহ্‌ তা'লা তাহাদের কথায় সুফল উৎপন্ন করিবেন এবং তাহারা অন্যের সোয়াবে (পুণ্যে) শরীক হইবেন।

খাকসার

মীরজা মাহ্‌মুদ আহমদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালার জমাতসমূহের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা অতি সত্বর হজরত আমীরুল-মোমেনীর (আইঃ) এর তাহ্‌রীক অনুযায়ী, নিজ নিজ আঞ্জোমনের তাহ্‌রীক জদীদের 'মালী' ও 'আম' সেক্রেটারী নিয়োজিত করিয়া তাহ্‌রীক জদীদের চাঁদা আদায় ও অন্যান্য কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং এই সেক্রেটারী নিয়োজনের সংবাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনকেও জ্ঞাপিত করিয়া বাধিত করিবেন।

খাকসার
জেনারেল সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া

* বাঙ্গালার জন্য একমাস কাল সময় দেওয়া হইয়াছে—সঃ আঃ।

হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) অমৃতবাণী

(১)

প্রকৃত খোদা-প্রেমের আশীষ

সিদ্ধি-দানকারী মাত্র একজন—অর্থাৎ, খোদাতা'লা,—যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সরলান্তঃকরণে আপন খোদাতা'লার 'ফরমাবরদার' (অনুগত) হয়, সেই ব্যক্তিই ইহ-পরকালে সম্মান লাভ করে এবং আশীষ প্রাপ্ত হয়।

* * * *

যে ব্যক্তি তাঁহার প্রেমে বিলীন হইয়া যায় সে তাঁহার প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নব জীবন লাভ করে। ফলতঃ, যখন সে এই অগ্নিতে প্রবেশ করে তখন আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য—যাহাদের অন্যান্য লোক পূজা করে, সেগুলি তাহার চাকর ও সেবক হইয়া যায়। (সনাতন ধর্ম্ম, ৮ ও ৯ পৃঃ)।

(২)

হৃদয় প্রেমাস্পদকে ধ্যান করুক এবং হস্ত কার্যে নিয়োজিত থাকুক

তোমরা একথা মনে করিও না যে, আমি তোমাদিগকে ব্যবসা করিতে, কিম্বা কৃষিকার্য্য, চাকুরী, বা জীবিকা নির্ব্বাহের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করি। কখনো নয়; আমার এরূপ ইচ্ছা নয়; বরং আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা—

دل بیار دست بکار

হইয়া চল, (অর্থাৎ, তোমাদের হৃদয় প্রেমাস্পদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকে এবং হস্ত কার্য্যে করিতে থাকে—সঃ আঃ)। তোমাদের আদর্শ সেই লোকগণ, যাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন,—"কোন ব্যবসা এবং বেচা-কেনা তাঁহাদিগকে 'জেকরুল্লাহ্' (আল্লাহ্ তা'লার ধ্যান, জপ, তপ) হইতে বিরত করিত না"।

সমস্ত সম্মান আল্লাহ্ তা'লারই হস্তে। দেখ, বহু পুণ্যবান ও সাধু পুরুষ দুনিয়াতে হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দুনিয়াদার লোক হইতেন, তবে তাঁহারা অতি সাধারণ স্তরের লোক হইতেন এবং কেহই তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করিত না; কিন্তু তাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া খোদাতা'লা সমস্ত দুনিয়াকে তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট করেন। (আল্ হাকাম, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)।

(৩)

দীক্ষা গ্রহণে কোন শর্ত্ত থাকা উচিত নয়

আমি পরিষ্কার বলিতেছি যে, যদি কেহ সন্তান লাভ করিবার বা কোন চাকুরী পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিকট 'বয়েত' গ্রহণ করে, তবে সে কলা নয়, বা অন্তও নয়, বরং এই মুহূর্ত্তেই আমা হইতে পৃথক হইয়া যাউক এবং চলিয়া যাউক। এরূপ লোকের আমার কোন আবশ্যক নাই, এবং খোদাতা'লাও এরূপ লোকের পরওয়া করেন না। নিশ্চয় জানিও, এই দুনিয়ার পর আর এক জগৎ আছে, যাহা কখনো শেষ হইবার নয়। সেই জগতের জন্য তোমাদের নিজদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। এই দুনিয়া এবং ইহার 'শৌকত' (ঐশ্বর্য্য, মান-মর্য্যাদা) এখানেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু সেই জগতের 'নেয়ামত' ও আনন্দের শেষ নাই। (আলহাকাম, ১লা জানুয়ারী, ১৯০৭)।

(৪)

জুমার দিবস 'আসর' ও মগরেবের মধ্যবর্ত্তী সময় খুব দোয়া কর

জুমার সম্পূর্ণ দিবসই 'সা'দে-আকবার' (পরম সৌভাগ্যময়); কিন্তু ইহার আসরের সময় ইহার অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিকতর, 'সা'দত' ও 'বরকত' পূর্ণ (শুভাশীষময়)। এই কারণেই হজরত আদম জুমার শেষ মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ, আসরের সময়—সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্যই হাদীস শরীফে জুমার 'আসর' ও 'মগরেবের' মধ্যবর্ত্তী সময়ে অধিক দোয়া করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই সময়ে এরূপ এক মুহূর্ত্ত আছে যখন দোয়া গৃহীত হয় ইহাই সেই মুহূর্ত্ত যাহার কথা ফেরেস্তাগণও অবগত ছিলেন না। এই মুহূর্ত্তে যিনি জন্ম লাভ করেন তিনি আকাশে আদম বলিয়া অভিহিত হন এবং তাহারা এক মহা সেলসেলার (প্রতিষ্ঠানের) ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই জন্যই আদমকে এই মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই কারণেই দ্বিতীয় আদমকে—অর্থাৎ, এই অধমকে—এই মুহূর্ত্তই প্রদান করা হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রতিই 'বারাহীন আহমদীয়া' গ্রন্থের 'এলহাম'—

ينقطع اباؤك ويبدء منك

ইঙ্গিত করিতেছি। (তোহ্ফা গোলরবিয়া, টীকা, ১৮০ ও ১৮১ পৃঃ)।

ঐশী অনুগ্রহ লাভের উপায়—খোদাতা'লার সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন, প্রভু-ভৃত্যের নয় *

চাঁদার হার ও কর্ম্মিগণের বেতন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত নহে

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) বলেন :—

পূর্ব্ববর্ত্তী খোৎবায় আমি বলিয়াছি যে, নবী-অনুসৃত নীতি অনুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য নীতি অনুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠান হইতে ভিন্ন। নবী-অনুসৃত নীতি অনুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মিগণও কোন বেতন নির্দ্ধারিত করে না এবং কর্ম্মে সাহায্যকারিগণও সাহায্যের কোন সীমা নির্দ্দেশ করে না। 'মেনহাজে-নবুওয়ত' বা নবী-অনুসৃত নীতি অনুসারে ধর্ম্মের প্রয়োজন সময়ে টাকা প্রতি এক পয়সা বা আধ পয়সা চাঁদারও কোন শর্ত্ত থাকে না, বা এক আনা দেড় আনারও কোন শর্ত্ত থাকে না। 'জাকাত' এবং 'সদ্‌কা' ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং ইসলাম ও সেল্‌সেলার প্রয়োজনানুযায়ী চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য।

তদ্রূপ কর্ম্মিগণের বেতনও কোন নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী না হইয়া সেলসেলার আয় অনুযায়ী বেশ-কম হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি পরিবারের বজেট করিবার সময় স্ত্রীপুত্রের অসুখের খরচের কোন সীমা নির্দ্দেশ করে না, তবে ইসলাম সেবায় কেমন করিয়া সীমা নির্দ্দেশ সম্ভবপর হইতে পারে? কোন কৃষক জমি চাষ করিবার সময় কখনো একথা বলে না যে, মাসিক ১০৲ টাকা লাভ হইলেই সে জমিতে পরিশ্রম করিবে, নতুবা করিবে না। কৃষি কার্য্যে যখন লোকসান হয় তখন কৃষক অন্যত্র যাইয়া অধিক টাকা রোজগার করিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে কৃষি কার্য্য পরিত্যাগ করে না; ইহা তাহার নিজের জমি ভাবিয়া সে ইহাতে বলিবর্দ্দ হইতেও অধিক পরিশ্রম করে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমরা খোদাতা'লার সহিত কেমন করিয়া এই শর্ত্ত করিতে পারি যে, আমাদের যদি এই গ্রেড্ হয়, বা আমাদিগকে এত টাকা দেওয়া হয়, তবে আমরা কাজ করিব, নতুবা করিব না?

তদ্রূপ চাঁদার হার নির্দ্দিষ্ট হওয়াও ভিন্নত্বের পরিচায়ক, আত্মীয়তার পরিচায়ক নহে। আল্লাহ্‌তা'লা এবং বান্দার সম্পর্ক সমস্ত সম্পর্ক হইতে অধিকতর দৃঢ় এবং সমস্ত আত্মীয়তা হইতে অধিকতর ঘনিষ্ট হওয়া উচিত—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের ন্যায় হওয়া উচিত নহে।

গত খোৎবায় আমি কর্ম্মিগণের বেতন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতে অনেক কর্ম্মী 'লাব্বায়েক' বলিয়া সাড়া দেওয়ায় আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখন আমি জমাতের সাধারণ বন্ধুগণকে বলিতে চাই যে, তাহাদেরও তদ্রূপ কর্ত্তব্য আছে। কেহ কেহ বলে,—"হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) কি টাকা প্রতি এক আনা বা পাঁচ পয়সা চাঁদা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন"? আবার কেহ কেহ বলে,—"আমি টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা চাঁদা দেই; অন্যেরা যাহারা মোটেই দেয় না তাহারা এই হারে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমার চাঁদার হার বৃদ্ধি পাইতে পারে না"। ইহা ত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের কথা, প্রেমিক প্রেমাস্পদের সম্পর্ক এরূপ হয় না।

আল্লাহ্‌তা'লার সহিত যদি আমাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় হয় তবে আল্লাহ্‌তা'লা হইতে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের ব্যবহারই প্রত্যাশা করা উচিত। এরূপ প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার—

رحمتی وسعت کل شئ

গুণের প্রেরণায় আমাদের লক্ষ লক্ষ ত্রুটী ও পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কোন ভৃত্য প্রভুর কোটী কোটি টাকা লোকসান করিয়া কখনো এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি সারা জীবন পাপ করিয়া মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেও যদি প্রকৃত 'তৌবা' করিয়া নিজ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয়, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। ইহা প্রেমিক-প্রেমাস্পদের ব্যবহার; প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়ই পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত থাকে। মানুষ যখনই খোদাতা'লার সহিত মিলন লাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তখনই খোদাতা'লা

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাল্ মসিহের (আইঃ) খোৎবার সার—নঃ আঃ।

তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন। কোন জেনারেল কোন বাদ্‌শাহ্‌র কোন দেশ শত্রু হস্তে বিক্রয় করিয়া আসিয়া বাদশাহ্‌র নিকট মাফ চাহিলে বাদ্‌শাহ্‌ কখনো তাহাকে মাফ করিবেন না; বরং তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইবেন। কিন্তু কোন বান্দা খোদাতা'লার যতই ক্ষতি করিয়া তাঁহার দরবারে হাজির হউক না কেন, খোদাতা'লা তাহাকে মাফ করিয়া দেন।

সুতরাং জমাতের সাধারণ বন্ধুগণের নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিত এবং কর্ম্মিগণেরও তাহা উপলব্ধি করা উচিত। কর্ম্মিগণের এই ভিত্তির উপর কাজ করা উচিত নয় যে, তাহারা এত বেতন বা এত গ্রেড লইবে, এবং জমাতের সহিত জমাতের সাধারণ ব্যক্তিগণের সম্পর্কের ভিত্তিও এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, তাহারা নির্দ্ধারিত এত আনা বা এত পয়সা চাঁদা দিবে; কারণ, আনা বা পয়সার কোন প্রশ্ন নহে, বরং প্রশ্ন সেলসেলার প্রয়োজনের। প্রয়োজন কম হইলে কমই দিতে হইবে, প্রয়োজন বেশী হইলে বেশী দিতে হইবে।

অতঃপর আমি এবিষয়ের প্রতি জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই যে, আমি জমাতের সংস্কারের জন্য কতিপয় উপায় চিন্তা করিতেছি এবং সেগুলি মজ্‌লিশে শুরায় পেশ করিতে ইচ্ছা করি।.....বিষয়গুলি অতি গুরু, তাই তৎসম্বন্ধে আমি পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাই। এ সম্বন্ধে বন্ধুগণের দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার তৌফিক দেন এবং মজলিসে শুরায় যে সকল প্রতিনিধি আসিবেন তাঁহাদিগকেও সেই তৌফিক দেন। প্রতিনিধিগণ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার সহিত সম্পর্কিত আছেন বলিয়া প্রত্যেকেই আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন। এজেণ্ডা (কার্য্যতালিকা) প্রকাশিত হইলে যদি কেহ কোন বিষয় সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান মূলে মনে করেন যে, তিনি এবিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে তাহার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

আমি মনে করি, আমাদের কাজে কয়েক প্রকারের সংস্কারের আবশ্যক। কতিপয় সঙ্কটের কারণে কোন কোন কার্য্যের রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নতুবা সঙ্কট বাড়িয়া যাইবে, কিম্বা কৃতকার্য্যতা লাভে বিলম্ব ঘটিবে।.....সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার উপর ভরসা করিয়া আমাদের কার্য্যে অগ্রসর হইতে ও উন্নতি করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং তজ্জন্য কোন কোন কার্য্যের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও তাহা করা উচিত।

পুণ্য কার্য্য সর্ব্বদাই সুযোগ বুঝিয়া করিতে হয়। রোজা অবশ্য পুণ্য কার্য্য। কিন্তু জেহাদের সময় একদা রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছিলেন,—আজ যাহারা রোজা রাখে নাই তাহারা রোজাদার হইতে অধিক পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।.....

বস্তুতঃ, প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা সময় আছে; ঐশী-প্রেম ভিন্ন অন্য কোন পুণ্য কার্য্যই এরূপ নহে যাহা সর্ব্বদাই করিতে হয়। ঐশী-প্রেমে কখনো পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পুণ্য কার্য্যেই পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে পারে। নামাজ অতি জরুরী বিষয়, কিন্তু কোন কোন সময় এই নামাজই গোমরাহীর (সত্য ভ্রষ্টের) কারণ হয়। রোজাও তদ্রূপ। হজ্জও উচ্চ দরের পুণ্য কার্য্য, কিন্তু কোন সময় ইহা বে-আদবীর কারণ হয়। 'সদকা-খয়রাত' পুণ্য কার্য্য, কিন্তু সময় বিশেষে এগুলিই সর্ব্বনাশের কারণ হয়। কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি লোককে দেখাইবার জন্য নামাজ পড়ে তাহার নামাজ তাহার জন্য অভিশাপ'। আবার রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত কালে নামাজ পড়ে সে শয়তান'। তদ্রূপ রোজা সম্বন্ধে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি ঈদের দিবস রোজা রাখে, সে শয়তান'। হজ্জ এবং 'উমরাও'* তদ্রূপ। হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় রসুল করীম (সাঃ) হজরত উসমানকে (রাঃ) মক্কাবাসিগণের নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি তাহাদিগকে বলিয়া মোসলমানদিগের জন্য 'উমরা' করিবার অনুমতি লইয়া আসেন। মক্কাবাসিগণ বলিল,—"আমরা মোহাম্মদ (সাঃ) এবং মোসলমানগণকে ত অনুমতি দিতে পারি না, তবে আপনি যেহেতু আসিয়াছেন, এবং আপনি আমাদের আত্মীয় ও অতিথি, সেইজন্য আপনাকে অনুমতি দিতেছি।" কিন্তু হজরত ওসমান তদ্রূপ 'উমরা' করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—'আমি কখনো ইহা পছন্দ করি না যে, রসুল করীমকে (সাঃ) নিষেধ করা হইবে, আর আমি উমরা করিব।' 'সদকা-খয়রাত' সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কোরান করীম হইতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দান করার সময় হিতাহিত জ্ঞান না করিয়া অবিবেচকের ন্যায় খরচ করে সে শয়তানের ভাই।

* * *

* বয়তুল্লাহ্‌র চতুর্দ্দিক 'তাওয়াফ' বা ঘূর্ণন—সঃ আঃ

ফলতঃ, আল্লাহ্ তা'লার মহব্বত ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিষয়—নামাজ, রোজা, হজ্ব, সদকা-খয়রাত, দেনায়ত, আমানত, সত্যবাদীতা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই কার্য্যক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'গীবত' সত্যেরই অপর নাম; কিন্তু ইহা খোদাতা'লার প্রেম লাভের উদ্দেশ্যে বলা হয় না বলিয়া আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ويل لكل همزة এক ব্যক্তি একটুও ভুল না করিয়া ঠিক সেই গালিটিই যাইয়া একজনকে শুনাইল যাহা অন্যে তাহার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল —যথা, যাইয়া বলিল, উমুক বলিয়াছে—'জায়েদ বড় খবিস্' —অর্থাৎ, ঠিক সেই তিনটি শব্দই বলিল যাহা অন্যে বলিয়াছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরূপ সত্যবাদীর প্রতি তাঁহার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। কেন এরূপ হয়? ইহার কারণ এই যে, এরূপ অবস্থায় খোদাতা'লার আদেশ এই ছিল যে, কিছুই বলিও না, চুপ থাকিও। সুতরাং প্রত্যেক সত্যই খোদাতা'লার 'মহব্বত' আকর্ষণ করিবার কারণ হয় না; বরং কতিপয় সত্য 'ফেৎনা-ফাসাদ' সৃষ্টি করে। এরূপ সত্য বর্ণনা করা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ও অভিশাপের কারণ হয়।

অতএব আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা উচিত এবং আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা উচিত। বন্ধুগণের দোয়া করা উচিত যেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পথ প্রদর্শন করেন এবং আমরা কোন ভুল না করি। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁহার সেলসেলা অতি প্রিয়, এবং যাঁহাকে তিনি তাঁহার সেলসেলার কার্য্যের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন তাঁহাকে তিনি সাহায্যও করেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি তাঁহার সাথিগণসহ দোয়ায় রত হইলে, আল্লাহ্ তা'লা অধিকতর সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তা'লা ইহা বড়ই পছন্দ করেন যে, বান্দা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। সন্তান যদি মাতার নিকট কিছুই না চায় তবে মাতার মনে কষ্ট হয়। শিশু যখন প্রথম প্রথম মাতার নিকট মিঠাই বা পয়সা চায়, তখন মাতার মনে এত আনন্দ হয় যেন তাঁহার সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহাত লাভ হয়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার নিকটও তাঁহার বান্দা প্রার্থনা করিলে তিনি আনন্দিত হন এবং তখন তাঁহার 'ফজল' বা অনুগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া দেন। সুতরাং আমাদের বিশেষ ভাবে দোয়া করা উচিত যেন জমাতের উন্নতি লাভ হয়, এবং আল্লাহ্ তা'লার 'ফজল' আমাদের প্রতি বর্ষিত হয়।

কাশ্মির ফাণ্ড

বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া জমাতসমূহ ও আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, ইদানিং জনাব নাজের বয়তুল-মাল মহোদয়ের পক্ষ হইতে কাশ্মির ফাণ্ডের চাঁদার জন্য বড় জোর তাগিদ আসিয়াছে এবং মাসিক চাঁদা ও অসিয়তের চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির ফাণ্ডের চাঁদা চাহিয়াছেন। অতএব প্রত্যেক অসিয়ত বা সাধারণ মাসিক চাঁদা-দাতা ভ্রাতা ভগ্নিগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এখন হইতে এবিষয়ে তৎপর হইবেন এবং নিজ নিজ অসিয়ত বা মাসিক চাঁদার অনুপাতে কাশ্মির চাঁদাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করিবেন। এই চাঁদার হার আয়ের টাকা প্রতি এক পাই নির্দ্ধারিত আছে।

এসম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল-মসিহ্ সানি (আইঃ) বলিয়াছেন—

"'আহ্‌মদীয়া জমাতসমূহের সেইকাল পর্য্যন্ত রীতিমত মাসিক আয়ের টাকা প্রতি এক পাই হিসাবে কাশ্মির চাঁদা প্রদান করা উচিত, যে পর্য্যন্ত ইহা বন্ধ করিবার জন্য কোন ঘোষণ করা না হয়।"

সুতরাং কাজ যেহেতু এখানো জারি আছে এবং হুজুরের (আইঃ) তরফ হইতে ইহা বন্ধ হওয়ার কোন ঘোষণা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অতএব প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতাভগ্নীর রীতীমত এই চাঁদা দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ জুমার দিবস এ সম্বন্ধে জমাতে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং যাহাদের নিকট এ বৎসরের কাশ্মিরের চাঁদা বাকী আছে তাহা আদায় করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া

দোয়া করিবার প্রণালী

কিরূপে দোয়া করিলে দোয়া কবুল হয় *

واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب ط اجيب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبو لى وليومنوا بى لعلهم يرشدون —

"যখন আমার কোন বান্দা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন বল, আমি নিকটেই আছি; যখন কেহ আমাকে ডাকে, তখন আমি তাহার ডাকের উত্তর দেই; সুতরাং, আমার আদেশ মান্য করিবে এবং আমাকে বিশ্বাস করিবে, যেন কৃতকার্য্য হইতে পার।" (কোরান)

কিরূপে দোয়া করিলে, দোয়া কবুল হওয়ার অধিক আশা করা যায়,—সেই শর্ত্তগুলি কি, যাহা পালন করতঃ দোয়া করিলে খোদাতা'লার হুজুরে দোয়া কবুল হয়—এ সম্বন্ধে আমি আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ ও তৎ-প্রদত্ত শক্তিতে তৌফিক প্রাপ্ত হইয়া কিছু বলিতে চাই।

খোদাতা'লা বাদশাহ্‌। আমরা তাঁহার প্রজা। কাহারো আবেদন মঞ্জুর করা, বা না করা বাদশাহ্‌র কাজ। ইহা প্রজার কাজ নয়। বাদশাহ্‌ কিম্বা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ কোন আবেদন নিশ্চয়ই মঞ্জুর করিবেন, এরূপ দাবী করা যায় না। এই দাবী চলিলে বাদশাহ্‌ ভৃত্যে পরিণত হন এবং প্রজা প্রভু হইয়া পড়ে। কারণ, যে ব্যক্তি কাহারো আজ্ঞা পালন করে, সে প্রভু নয়, ভৃত্য। প্রভু ভৃত্যের বাক্য পালনে বাধ্য নহেন। ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন। হয় ত তিনি কথা রক্ষা করিতে পারেন, কিম্বা রক্ষা করিবেন না। সে জন্য তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ হইতে পারে না।

খোদাতা'লা শুধু প্রভুই নহেন, তিনি 'মালেক'—সর্ব্ব-কর্ত্তা; তারপর, তিনি 'খালেক'—স্রষ্টা। আমরা 'মখ্‌লুক'—তাঁহার সৃষ্ট।

যে অবস্থায় ভৃত্য কখনো এরূপ আশা করিতে পারে না যে, তাহার প্রভু তাহার সকল কথাই অবশ্য অনুমোদন করিবেন, তদবস্থায় কোন ব্যক্তি এরূপ মনে করিতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাহার প্রত্যেক কথাই অবশ্য মঞ্জুর করিবেন? যদি কোন সেবক এরূপ দাবী করে যে, তাহার প্রত্যেক কথাই তাহার প্রভু গ্রহণ করেন, তবে তাহার এই দাবীটি মিথ্যা। ভৃত্যকে সর্ব্বদা সেবা কার্য্যে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই তাহার পদ। তাহার চলাফেরা, হাবভাব, রীতিনীতি ও চিন্তাধারা তাহার পদোপযোগী সীমার অন্তর্গত থাকা চাই। তাহাকে প্রভু সাজিতে নাই। সেবাই তাহার কাজ।

সুতরাং, কাহারো এরূপ আশা করা, কিম্বা এরূপ মনে করা যে, তাহার সকল দোয়াই খোদাতা'লা কবুল করিলে এবং কোন দোয়াই ব্যর্থ না করিলে, তিনি খোদা হইতে পারেন, নতুবা তিনি খোদা নহেন—ইহা এরূপ কথা যে, 'নাওজুবিল্লাহ' (আল্লাহর শরণ লই) মানুষই খোদা এবং খোদা তাহার বান্দা—সে প্রভু, তিনি তাহার ভৃত্য। কারণ, যদি কেহ কাহারে সকল কথাই রক্ষা করিতে বাধ্য থাকে, তবে সে সেবক, ভৃত্য ও দাস; এবং যাহার আদেশ সে পালেন করিতে বাধ্য, সে দাস কিম্বা সেবক নহে। সুতরাং যতগুলি দোয়া করা হয়, সকলই পূর্ণ হওয়া চাই, আদৌ এরূপ ধারণা করাই অমূলক ও বৃথা।

এরূপ ধারণা কোন মূর্খ হইতে মূর্খ, নির্ব্বোধাপেক্ষা নির্ব্বোধ ব্যক্তি করিলে করিতে পারে; নতুবা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তদ্রূপ ধারণা করিতে পারে না, যদিও আজকালের মোসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের মধ্যে যে অজ্ঞতা বা 'জেহালত' প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ফল।

সুতরাং, আমি প্রথমেই পরিষ্কার বলিতেছি, আমি কদাচ এমন কোন সূত্র জানি না, যদ্দারা প্রভু ভৃত্যে ও ভৃত্য প্রভুতে পরিণত হয় এবং 'খালেক' 'মখ্‌লুক'রূপে রূপান্তরিত হয়। কেননা প্রভু প্রভুই এবং ভৃত্য ভৃত্যই।

---

* হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী (আহঃ) কর্ত্তৃক ইং ১৯১৬ সনের রমজান মাসে প্রদত্ত দুইটি খোৎবার সারমর্ম্ম।
অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব আহমদী

খোদাতা'লা চির-প্রভু, চিরস্বামী, চির-প্রতিপালক চির-'রাজেক'। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। সদাই তিনি এরূপ ছিলেন এবং সদাই এরূপ থাকিবেন। মানুষ চিরই সৃষ্ট; সে অধীন ভৃত্য। সে সর্ব্বদাই এরূপ থাকিবে। এমন কি বেহেস্তের অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার এই একইরূপ অবস্থা থাকিবে। সুতরাং উল্লিখিত ধারণা 'কুফর'। আমি কদাচ তাহা পোষণ করি না। অবশ্য, এরূপ পদ্ধতি আছে, যাহা অবলম্বন করিলে মানুষ আল্লাহ্‌তা'র সন্তুষ্টি লাভ করতঃ তাহার সহিত প্রভু-ভৃত্য এবং স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর করাইতে পারে।

একটি বিশেষ প্রণালী

একটি বিশেষ প্রণালী আছে, যাহা অবলম্বন পূর্ব্বক দোয়া করিলে আল্লাহ্‌তা'লা বহুলরূপে দোয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু ইহা সকল মানুষের অবলম্বনীয় নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মাত্র তাহা পালন করিতে পারেন। ইহা মানুষের প্রচেষ্টায় আয়ত্ব হয় না, বা ইহা কার্য্যের ফল নয়। ইহার সম্পর্ক এক প্রকার আধ্যাত্মিক পদ বা সম্মানের সহিত। সেই আধ্যাত্মিক পদ বা সম্মান যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত বলা হয়, তাঁহাদের সকল দোয়াই কবুল হয়।

এখনই আমি অস্বীকার পূর্ব্বক বলিয়াছিলাম যে, মানুষের সকল দোয়াই কবুল হয় না। এখন বলিতেছি, এরূপ অধ্যাত্মিক মানবের প্রত্যেক দোয়াই কবুল হয়। এই উভয় উক্তিতে অসামঞ্জস্য দেদীপ্যমান। সেই আধ্যাত্মিক স্তর কি তাহা ব্যাখ্যা করিলে, আপনারা নিজে নিজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, কোন অসামঞ্জস্য নাই।

আমি এই আধ্যাত্মিক স্তরকে "খোদাতা'লার হস্তে অস্ত্র স্বরূপ হওয়া" নামে অভিহিত করিতেছি। যাহার হস্তে অস্ত্র থাকে, তিনি অস্ত্রকে যেখানে পরিচালনা করেন, উহা সেখানে পরিচালিত হয়। যদি অস্ত্র দ্বারা কোন আঘাত না হয়, তবে ইহা উহার দোষ নয়—পরিচালকের দোষ। অবশ্য, কোন অস্ত্র-পরিচালক চায় না যে, সে অস্ত্র চালনা করিলে তাহা চালিত না হয়। সে ইহাই চায় যে, সে যে ভাবেই ইহাকে পরিচালনা করে, ইহা সেই ভাবেই চালিত হয়।

সেইরূপ, মানুষেরও এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন সে খোদাতা'লার হস্তে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সে খায় না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা তাহাকে খাইতে না দেন। সে পান করে না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা তাহাকে পান করিতে না দেন। সে জাগ্রত হয় না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা তাহাকে জাগ্রত না করেন। সে শয়ন করে না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা স্বয়ং তাহাকে শয়ন করিতে না দেন। বলিতে কি, তাহার শ্রম ও বিশ্রামের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, শুধু আল্লাহ-তা'লার জন্য হয় এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ—ক্রিয়া ও নিবৃত্তি—তাঁহারই ইচ্ছাধীন হইয়া যায়।

এমন ব্যক্তি যে দোয়া করেন, তাহা কবুল হয়। কারণ সেই দোয়া তাহার নিজের নয়। আল্লাহ্‌-তা'লার তরফ হইতে তিনি সেই দোয়া করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া তিনি সেই দোয়া করেন। তাঁহার দোয়া কবুল করা আল্লাহ্‌-তা'লার মর্য্যাদার বিরোধী নয়। কারণ, যে দোয়া করা হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লাই করিতে দেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লাই চান ও আল্লাহ্‌তা'লাই দেন। এজন্য তাহা অবশ্যই কবুল হয় এবং কবুল না হওয়া অসম্ভব।

দৃষ্টান্তস্থলে, যখন কোন উপরস্থ কর্ম্মচারী অধীনস্থ কর্ম্মচারী-দিগকে পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রয়োজনাদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে। যেমন, কোন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমায় আগমন করিলে, মহকুমা হাকিম তাঁহার সম্মুখে কোন কোন প্রয়োজন উপস্থিত করিয়া জানান যে, তাঁহার অমুক অমুক জিনিষ খরিদ করা, অমুক অমুক কাজ করান আবশ্যক। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তন্মধ্যে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে পারেন এবং কিছু কিছু রদ করিতে পারেন। কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং কোন কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইয়া বলেন যে, তাহা হওয়া দরকার এবং মহকুমা হাকিমকে তদ্বিষয়ে মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য রিপোর্ট করিতে নির্দ্দেশ করেন। তদনুযায়ী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করেন। এমতাবস্থায়, জিলা হাকিম সেই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; কারণ সেই রিপোর্ট করিবার জন্য তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

সেইরূপ, খোদাতা'লাও তাঁহার এমন বান্দাগণের মুখে স্বয়ং দোয়া প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং তাহা করেন বলিয়া তিনি তাহা কখনো রদ করেন না। ইহা সেই বান্দাগণের 'কুরব্‌ ও দর্জ্জা'—নৈকট্য ও মর্য্যাদা—প্রকাশ করিবার জন্য করা হয়। যদি এরূপ বান্দা অপর কোন দোয়া করিতে চান, তবে খোদাতা'লা তাঁহার চিত্ত ও মস্তিষ্কে এরূপ হস্তক্ষেপ করেন যে, তাঁহার মুখ হইতে সেই শব্দগুলি বাহির হইতেই পারে না—যাহা তিনি কহিতে চান; বরং এমন শব্দগুলিই নিসৃত হয়, যাহা কবুল হইবে।

এরূপ মানুষের জন্য দোয়া করিবার দুইটি প্রণালী আছে। প্রথমতঃ, আল্লাহ্‌-তা'লার তরফ হইতে 'এল্‌হাম', 'কাশ্‌ফ' 'অহি' কিম্বা স্বপ্ন যোগে তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, "এই দোয়া চাও।" দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহারা এমন কোন দোয়া করিতে চান, যাহা কবুল হইবে না—তবে খোদা-তা'লা কর্ত্তৃক এরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় যে, তাঁহাদের সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হয় এবং তাঁহাদের সেইরূপ দোয়া করিবার অভিলাষই ক্রমশঃ লোপ পায় এবং যে ভাবে যে সকল শব্দ ব্যবহারক্রমে সেই দোয়া করিবার জন্য তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে—তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন এবং তাঁহাদের মুখে খোদাতা'লার তরফ হইতে তৈয়ারী শব্দ প্রকাশ পায়। তাহাতে তাঁহারা স্বয়ং এই আশ্চর্য্য বোধ করেন যে, তাঁহারা কি বলিতে চাহিতেছিলেন এবং কি বলিতেছেন।

এইরূপ দোয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হয়। এমন কি, ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। দোয়াকারী মনে করেন ৫।৬ মিনিট হইয়াছে। সময় কিরূপে যায়, তদ্বিষয়ে কোন খেয়াল থাকে না। কারণ দোয়াকারী এমনভাবে নিবিষ্ট থাকেন যে, এ জগৎ হইতে তাঁহার মন ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় এবং শুধু খোদাই খোদা পরিদৃষ্ট হয়।

ইহা এরূপ কোন প্রণালী নয়, যৎসম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে যে, "এইরূপ দোয়া করিবে।" কারণ ইহার সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক মর্য্যাদার সহিত। এই মর্য্যাদা লাভ মানুষের স্বেচ্ছাধীন নয়। সুতরাং, ইহা মানুষের স্বেচ্ছাধীন নহে বলিয়া ইহা পালন করিবার, বা না করিবার কোন অর্থ নাই।

এজন্য আমি এই প্রণালীটি সম্বন্ধে উল্লেখ করিব না। আমি সেই প্রণালীগুলি সম্বন্ধে বলিব, যাহা বান্দার স্বেচ্ছাধীন ও অধিকার-ভুক্ত। ইহাতে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, এই প্রণালীগুলি অবলম্বনে সকল দোয়াই পূর্ণ হয়, অধিকাংশ কবুল হয় মাত্র।

প্রথম প্রণালী

সর্ব্বপ্রথমে আমি যে প্রণালীটির কথা বলিতে চাই, তাহা খোৎবার প্রারম্ভে যে আয়েত আমি পাঠ করিতেছি, তাহাতেই আছে। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন :—

واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب ط
اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبو لى وليومنوا
بى لعلهم يرشدون —

—অর্থাৎ, "আমার বান্দা যখন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, অর্থাৎ বলে যে, আমি কিরূপে দোয়া কবুল করি, তখন বল, فانى قريب 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যাচ্ঞা পূর্ণ করিতে পারি, কারণ আমার একটি গুণ এই যে, আমি সর্ব্ব বস্তুরই নিকটে—যে ব্যক্তি দোয়া করে, আমি তাহারও নিকটে এবং যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত দোয়া করে, আমি তাহারও নিকটে।"

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। শুধু নিকটে থাকিলেই কেহ লাভবান হইতে পারে না। চাপরাসী বাদশাহ্‌র দরবারে যায়, কিন্তু সে কোন আসন পায় না। ছত্রধারী উজীর অপেক্ষাও নিকটে থাকে, কিন্তু সে উজীরের আসনে উপবেশন করিতে পারে না।

মানুষ খোদাতা'লার নিকটে হইলেই খোদাতা'লা তাহার দোয়া শুনিবেন, এরূপ হইতে পারে না। নিকটে থাকাতেই লাভবান হওয়া যায়, এরূপ সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে খোদাতা'লা এরূপ সূত্র শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা এক দিকে এই প্রশ্নের সমাধান করে এবং অন্য দিকে সচরাচর মানবে প্রকাশ পায়।

فليستجيبو لى বলিয়া আল্লাহ্‌-তালা এই প্রকাশ করিতেছেন, যে— "তোমরা আমার সকল আদেশই শিরোধার্য্য কর, আমি তোমাদের জন্য যে আদেশ প্রেরণ করিতেছি, তাহা প্রতিপালন কর। তোমাদের সর্ব্বপ্রকার শ্রম ও বিরাম, কার্য্য ও নিবৃত্তি, শরীয়তের অধীন আনয়ন কর। ইহা হইলে তোমাদের দোয়া বহুলরূপে কবুল হইবে। কারণ প্রভু সন্তুষ্ট হইলেই সেবক পুরস্কার লাভ করে।"

যদি কোন ভৃত্য তাহার 'প্রভুকে অসন্তুষ্ট' করিয়া কিছু চায়, তবে সে বঞ্চিত হয়। এ ভাবে কেহ কখনো পুরস্কার লাভ করে না। কারণ অসন্তুষ্টির সময় এমন নয় যে, তখন কোন পারিতোষিক দেওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেপেলেদিগকে দেখ। তাহাদের ত বুদ্ধি হয় নাই। পিতামাতার নিকট কিছু চাহিবার জন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত দেখিতে পাইলে, তাহারা চুপি চুপি দূরে সরিয়া পড়ে। যখন পিতামাতাকে প্রফুল্ল দেখিতে পায়, তখন তাহারা এ জিনিষ, সে জিনিষ আনিয়া দিবার জন্য বলে। শিশুরাও বুঝিতে পারে যে, অসন্তুষ্টির কালে তাহাদের কথা প্রতিপালিত হইবে না।

আল্লাহ্‌তা'লা কখনো অকারণে অসন্তুষ্ট হন না। তাঁহার আদেশের অন্যথা করিলে মাত্র তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ কারণ **দোয়া কবুল হওয়ার জন্য একটি উপায়—স্বীয় 'আমল' (ব্যবহারিক জীবনের অবস্থা) সম্বন্ধে চিন্তা করা। দেখিতে হইবে, কোন ক্রিয়া যেন শরীয়তের বিরুদ্ধে না হয়।**

প্রত্যেক কার্য্যই শরীয়তের অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়া চাই, শরীয়তের অধীন হওয়া চাই। এ অবস্থা উৎপন্ন হইলে, দোয়া কবুল হইবে। **খোদাতা'লা তাঁহারই দোয়া কবুল করেন, যিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখেন।** এজন্যই তিনি বলিয়াছেন,—فليستجيبوا لى— অর্থাৎ, "আমার কথা পালন করা আমার বান্দাদের উচিত—যদি তাহারা দোয়া কবুল করাইতে চায়। যদি তাহারা আমার কথা কবুল করে এবং কার্য্যতঃ পালন করে, তবে ইহার ফলে তাহাদের দোয়া কবুল হইবে।" খোদাতা'লা নিজকে মোমেনের 'অলি' (বন্ধু ও কার্য্য নির্ব্বাহিক) বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিতেন, সকল কথা মান্য করিলেই কেহ বন্ধু হয় না—প্রকৃত বন্ধু কিছু স্বীকার করেন এবং কিছু স্বীকার করাইয়া থাকেন। আল্লাহ্‌-তা'লা নিজকে মোমেনের বন্ধু বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—তিনি বান্দার বহু কথা শুনেন। তজ্জন্য বান্দাকেও তাঁহার বহু কথা মান্য করা আবশ্যক।

এখানেও ইহাই বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি তাহার প্রার্থনা কবুল করেন। প্রার্থনা কবুল করাইবার উপায়—বান্দাও তাঁহার কথা পালন করিবে এবং তাঁহার আদেশ মান্য করিবে। তারপর, তাহার যে সকল দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তিনি তাহা দূর করিবেন। অন্য কথায়, খোদাতা'লা অঙ্গীকার করিতেছেন,— **"তোমরা আমার কথা পালন করিলে, আমি তোমাদের কথা পালন করিব।"**

সুতরাং, দোয়া কবুল হওয়ার প্রথম প্রণালী, খোদাতা'লা এই আয়েতে বলিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রণালী

দ্বিতীয় প্রণালীও এই আয়েতেই আছে। খোদাতা'লা বলিয়াছেন,—وليؤمنوا بى—অর্থাৎ, "যদি আমার বান্দা দোয়া কবুল করাইতে চায়, তবে সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে—আমার প্রতি ইমান আনয়ন করিবে।"

বাহ্যতঃ প্রতীত হয় যে, ইহা অতিরিক্ত কথা। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌-তা'লার সমস্ত কথাই পালন করিবে, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিশ্বাসও করিবে। দৃষ্টান্তস্থলে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ করে—সে এমনই তাহা করে না, শুধু প্রথাই পালন করে না; কারণ, প্রথা-পালন হিসাবে ক্রিয়া-কর্ম্মের নিষেধ খোদাতা'লা পূর্ব্বেই করিয়াছেন; কারণ, পূর্ব্বে একথা বলা হয় নাই যে, শরীয়তের আদেশগুলি প্রতিপালন করিলে দোয়া কবুল হইবে; বরং, শব্দ এমন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, তাহা এক দিকে শরীয়তের প্রতিপালন নির্দ্দেশ করে এবং অন্য দিকে শরীয়তের আনুষ্ঠানিক 'আমল' বা প্রথা পালন নিষেধ করে। পূর্ব্বে 'এস্তেজাবাৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ,—'কোন দিক হইতে আহ্বান শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা মান্যক্রমে তদনুযায়ী কার্য্য করা।' বলা হইয়াছে, এরূপ হইলে দোয়া কবুল হইবে। ইমানে ত্রুটি-সংযুক্ত কোন ব্যক্তি গতানুগতিকভাবে শরীয়তের 'প্রথা' পালন করিলে, কিম্বা এমনই কোন নাস্তিক লোক-ভয়ে নামাজ পড়িলে, সে এই বাণীর অন্তর্গত হইবে না। এরূপাবস্থায় আবার وليؤمنوا بى (এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে) বলিবার সার্থকতা কি? যখন প্রথম হইতেই এই শর্ত্ত বিদ্যমান যে, দোয়া তখনই কবুল হয় যখন "এস্তেজাবাৎ" (আদেশ প্রতিপালিত) হয়, এবং "এস্তেজাবাৎ" তখনই হয় যখন আল্লাহ্‌তা'লাতে বিশ্বাস থাকে—এমতাবস্থায় 'ইমান আনয়নজনক' পুনরাদেশের সার্থকতা কি? -এস্তেজাবাৎ' বা 'আদেশ প্রতিপালন' ইমান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয় বলিয়াই 'প্রথমে' ইমান থাকা চাই, 'পরে' 'এস্তেজাবাৎ' বা আদেশ-পালন হইবে এবং 'পূর্ব্বে' 'এস্তেজাবৎ' ও 'পরে 'ইমান আনয়ন'—এরূপ সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায়, ইহা কোন বাহ্য-দর্শীর নিকট অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা অসামঞ্জস্য নয়।

একটী বিশেষ তত্ত্বঃ—এখানে وليؤمنوا بى অর্থ—খোদাতা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ইমান আনয়ন নয়। এখানে দোয়া কবুল হওয়ার একটি তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইহা না বুঝিবার দরুণ বহু মানবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং

তাহাদের দোয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এখানে দোয়া করিবার যে প্রণালী বলা হইয়াছে, তাহা এই :—

মানুষ শরীয়তের যাবতীয় আদেশগুলি পালন করিবে ও দোয়া চাহিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও **দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করিবে এবং ইমান রাখিবে যে, খোদাতা'লা দোয়া কবুল করেন।**

এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা শরীয়তের হুকুমগুলি বড়ই সতর্কতার সহিত পালন করে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌-তা'লার ভয়ও থাকে। তাহারা অত্যন্ত বিগলিত প্রাণে আকুলভাবে দোয়া করিয়া থাকে। তথাপি তাহারা এরূপ বলিয়া থাকে যে, অমুক কাজ কত বড়, তৎ-সম্বন্ধে দোয়া কিরূপে পূর্ণ হইবে? অথবা তাহারা বলে, "আমরা গোনাহগার, আমাদের দোয়া খোদাতা'লা কেমন করিয়া শুনিবেন?"

এইরূপ কোন কোন ধারণা, কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে শয়তান উদ্রেক করিয়া থাকে। ইহার ফলে, তাহাদের দোয়া কবুল হওয়ার অযোগ্য হয়।

এই ত্রুটি হইতে রক্ষা লাভের জন্য খোদাতা'লা বলেন,—"তোমরা ইহাও বিশ্বাস করিবে ও ইমান রাখিবে যে, তোমরা আমার আদেশানুযায়ী উত্তমরূপে চলিলে আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।"

এই একীন (দৃঢ় প্রত্যয়) থাকিলে, দোয়া কবুল হয়। যদি কেহ মুখে-দোয়া উচ্চারণ করিতে থাকে, কন্তু খোদাতা'লা তাহার দোয়া কবুল করিবেন বলিয়া তাহার 'একীন' বা আস্থা না থাকে—তবে কখনো তাহার দোয়া কবুল হইবে না। কারণ, খোদাতা'লা বান্দার 'একীন' বা আস্থা অনুযায়ী দোয়া কবুল করেন। যদি কাহারো 'একীন' না থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বার মস্তক ঘর্ষণ করিলে, নাসিকা ক্ষয় হইলে এবং কণ্ঠ বসিয়া গেলেও—কখনো দোয়া কবুল হইবে না। কারণ, খোদাতা'লার নিকট আশাচ্যুত ব্যক্তির দোয়া, খোদাতা'লা কবুল করেন না।

আশাহীনতা নিষেধ :—খোদাতা'লা বলেন —

لا تيأسوا من روح الله—অর্থাৎ, আল্লাহ্‌-তা'লার 'রহমত' সম্বন্ধে কখনো আশাচ্যুত হইবে না।" কোন 'না-শোকর', অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই মাত্র আল্লাহ্‌তা'লার 'রহমত' সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারে; নতুবা যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে খোদাতা'লার এতগুলি চিহ্ন দর্শন করিয়াছে যাহা সে গনণাও করিতে পারে না—সে ব্যক্তি নিমেষের তরেও এরূপ ধারণা করিতে পারে না যে, তাহার অমুক কাজ খোদাতা'লা করিবেন না, বা অমুক দোয়া তাহার কবুল হইবে না।

তাহার অবস্থা যতই সঙ্কটাপন্ন হওক না কেন, সে যতই বিপদগ্রস্ত হওক না কেন, সে ইহাই মনে করিবে—ইহাই তাহার একমাত্র বিশ্বাস এবং একমাত্র 'একীন' হইবে যে,—**খোদাতা'লার সামান্যতম ইঙ্গিতেও সব দুঃখ বিদূরিত হইতে পারে এবং খোদাতা'লা নিশ্চয়ই তাহা দূর করিবেন।**

যদি দোয়া করিতে করিতে ২০ বৎসর কালও অতিবাহিত হয়, তথাপি এমন ব্যক্তি ইহাই 'একীন' রাখে যে, তাহার দোয়া বৃথা যাইবে না। দোয়া হইতে সে সেই পর্য্যন্ত কখনো ক্ষান্ত হয় না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা স্বয়ং এই বলিয়া নিষেধ না করেন যে, "এখন আর এই দোয়া করিবে না"। যদিও তাহার দোয়া কবুল হয় না, সে খোদাতা'লার বাক্য প্রাপ্ত হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করে। খোদাতা'লা তাহাকে বলেন,—"এখন দোয়া করিবে না।

সুতরাং, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা নিষেধ না করেন, সে পর্য্যন্ত দোয়া করিতে কখনো ক্ষান্ত হইবে না। দোয়া কবুল না হইলেও, দোয়া করা কখনো পরিহার করিবে না। এখন কবুল না হইলেও, অন্য সময় কবুল হইবে।

দেখ, কোন কোন সময়, ছেলে পেলে পিতা-মাতার নিকট পয়সা চাহিয়া পায় না। বারম্বার চাহিতে চাহিতে পাইয়া ফেলে। সেইরূপ **মানুষের উচিত, একবার দোয়া কবুল না হইলে পুনঃ পুনঃ দোয়া করা।** কখনো না কখন দোয়া পূর্ণ হইবেই। এজন্য চাওয়া হইতে কখনো নিবৃত্ত হইতে নাই।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিতেন, দুই প্রকার ভিক্ষুক আছে। এক প্রকার ভিক্ষুক দ্বারে 'হাঁক' দিয়া কিছু প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনো প্রস্থান করে না। অন্য প্রকার ভিক্ষুক দ্বারদেশে শব্দ করিবার পর, কেহ অস্বীকার করিলে অন্যত্র প্রস্থান করে। তিনি বলিতেন, খোদাতা'লার হুজুরে মানুষ প্রথমোক্ত ভিক্ষুক স্বরূপ হইবে, পরবর্ত্তী ভিক্ষুকদের ন্যায় হইবে না। যে পর্য্যন্ত কিছু না কিছু না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত খোদাতা'লার

দরগাহ্‌ হইতে নড়িতে নাই। এরূপ করিলে দোয়া কবুল না হইলেও খোদাতা'লা অন্য কোন উপায়ে ফল প্রদান করেন।

সুতরাং, দোয়া কবুল করাইবার দ্বিতীয় প্রণালী এই—**কিছু না কিছু পাওয়া পর্য্যন্ত, দোয়া করিতেই থাকিবে।** নিশ্চিত জানিবে, কিছু পাইয়াই নিবৃত্ত হইতে হয়। যদি ৫০ বৎসর ব্যাপী দোয়া করিতে হয়, দোয়া করিতেই থাকিবে এবং দৃঢ় **'একীন' রাখিবে যে, খোদাতা'লা নিশ্চয়ই দোয়া শ্রবণ করিবেন।** তিনি শুনিবেন না বলিয়া কোন ধারণা, চিত্তে আদৌ স্থান দিতে নাই।

জনৈক বুজুর্গের আদর্শ ঃ—লিখিত আছে, জনৈক বুজুর্গ প্রত্যহ দোয়া চাহিতেন। এক দিবস তিনি দোয়া করিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার কোন 'মুরিদ' (শিষ্য) তাঁহার নিকট আসিয়া বসিল। তখন তিনি 'এলহাম' প্রাপ্ত হইলেন। সেই মুরিদও তাহা শুনিতে পাইল। সে আদবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

পর দিন বুজুর্গ দোয়া করিতে আরম্ভ করিলে, পুনঃ সেই 'এল্‌হামটিই, হইল। তাহা মুরিদও শুনিতে পাইল। সেদিনও সে চুপ থাকিল। তৃতীয় দিন আবার সেই 'এল্‌হাম' হইল। সে দিন আর সে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে বুজুর্গ সাহেবকে বলিতে লাগিল, "আজ তৃতীয় দিন, আমি শুনিতে পাই, প্রত্যহ খোদাতা'লা বলেন যে, তিনি আপনার দোয়া কবুল করিবেন না। যখন খোদাতা'লা বলিয়াই দিলেন, তখন আপনি আর চান কেন? ইহা যাইতে দিন।"

বুজুর্গ বলিলেন, "নির্ব্বোধ, তুমি তিন দিন মাত্র খোদাতা'লার তরফ হইতে এই 'এল্‌হাম' শুনিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছ। আমি ৩০ বৎসর যাবৎ এই 'এলহাম' শুনিয়াও বিচলিত হই নাই এবং আশাত্যাগ করি নাই। খোদাতা'লার কাজ কবুল করা, আমার কাজ চাওয়া। তুমি অনধিকার করিতেছ কেন? তিনি তাঁহার কাজ করিতেছেন, আমি আমার কাজ করিতেছি।" লিখিত আছে, পরদিনই এল্‌হাম হইল, "তুমি ৩০ বৎসর যাবৎ যত দোয়া করিয়াছ, তৎসমুদয়ই আমি কবুল করিলাম।"

সুতরাং, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কখনো আশা ত্যাগ করিতে নাই। যে ব্যক্তি আশাত্যাগ করে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'গজব' (কোপ) প্রজ্জ্বলিত হয়। যে ব্যক্তি আশাত্যাগ করে, তাহার চিন্তা করা উচিত যে, তাহার কোন্ অভাবটি আল্লাহ্‌তা'লা পূর্ণ করেন নাই। কত কত 'ফজল', কত কত সম্পদ ও 'এনাম' আল্লাহ্‌তা'লা প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এমতাবস্থায় নৈরাশ্যের হেতু কি?

ধৈর্য্যাবলম্বন ঃ—সুতরাং দোয়া চাহিবার একটি পন্থা এই, মানুষ তাহার যাবতীয় 'আমল' (কর্ম্ম) শরীয়ত অনুযায়ী করিবে। কারণ, পিতা-মাতা সেই সন্তানেরই কথা শুনেন, যে সন্তান তাঁহাদের বাক্য পালন করে। যে সন্তান তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে না, তাহার কথার প্রতি তাঁহারাও ভ্রূক্ষেপ করেন না। শিক্ষক সেই ছাত্রেরই বাক্য রক্ষা করেন, যে ছাত্র পরিশ্রমী ও উত্তমরূপে পাঠাভ্যাস করে। ঠিক এমনই, খোদাতা'লাও যাহারা আজ্ঞা পালন করে না, তাহাদের চেয়ে 'ফরমাবরদার, (আজ্ঞাধীন) বান্দাদের কথা অধিক শ্রবণ করেন।

সুতরাং, তোমরা প্রথমতঃ, (১) তোমাদের আমল (কার্য্য-কলাপ) শরীয়ত অনুযায়ী গঠন কর। (২) দ্বিতীয়তঃ, খোদার 'ফজল ও রহমত' সম্বন্ধে কখনো নিরাশ হইবে না। দোয়া করিবার সময় এই 'একীন' রাখিবে যে, খোদাতা'লা তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করিবেন; তিনি অবশ্যই কবুল করিবেন। সেই সময় পর্য্যন্ত দোয়া করিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত তিনি এই আদেশ না করেন যে,—"এখন এই দোয়া করিবে না।"

যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা কাহাকেও এরূপ না বলেন, বরং বলেন যে, তিনি তাহার দোয়া কবুল করিবেন না, তখনও কদাচ দোয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে নাই। কারণ, খোদাতা'লার একথা বলা যে, তিনি দোয়া কবুল করিবেন না—ইহা অন্য কথায় ইহাই ইঙ্গিত করে যে,—"হে বান্দা, তুমি চাহিতে থাক; যদিও আমি এখন কবুল করিতেছি না, কিন্তু অন্য কোন সময় অবশ্য কবুল করিব।" নতুবা অন্য অর্থ হইলে এবং দোয়া হইতে নিবৃত্ত করা উদ্দেশ্য হইলে, খোদাতা'লা বলিতে পারিতেন,—"এই দোয়া চাহিবে না" এবং তিনি একথা বলিতেন না যে,—"আমি কবুল করিব না।"

সুতরাং, যে পর্য্যন্ত কাণে এই শব্দগুলি না পড়ে যে—"এই দোয়া চাহিবে না, ইহা চাহিবার অনুমতি নাই",—সে পর্য্যন্ত কখনো ক্ষান্ত হইবে না। যাঁহারা 'এলহাম' বা 'কাশ্‌ফ' প্রাপ্ত হওয়ার মর্য্যাদা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে এভাবে এলহাম দ্বারা বিরত করা হয়। যাহাদের এই মর্য্যাদা লাভে হয় না, যে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা দোয়া করিতে থাকেন তাহার সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব তাঁহাদের চিত্তে উদ্রেক করা হয়।

দোয়া হইতে নিবৃত্তির কাল :—

(১) যাঁহাদের প্রতি 'এলহাম' 'অহি' হয়, তাঁহাদিগকে খোদাতা'লা বলিয়া দেন যে, 'এরূপ করিবে না'।

(২) যাঁহারা 'অহি' 'এলহাম' প্রাপ্ত হন না, তাঁহাদের অন্তরে দোয়ার বিষয়ে ঘৃণার (নফ্‌রৎ) সঞ্চার করা হয়। এজন্য তাঁহারা স্বয়ং সেই দোয়া চাওয়া হইতে নিবৃত্তি হন।

ইহা নৈরাশ্য নয়। কারণ, এরূপ দোয়া-প্রার্থী দৃঢ়-ভাবে 'একীন' করেন যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারেন এবং বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং তাহা নিতে চান না।

সুতরাং, যদি কহারে অন্তঃকরণে দোয়া চাহিতে চাহিতে ঈপ্সিত বিষয়ের জন্য ঘৃণার উদ্রেক হয়, তবেই দোয়া করিতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত; নতুবা কখনো ক্ষান্ত হইতে নাই, দোয়া কবুল হওয়ায় যতই সময় অতিবাহিত হওক না কেন।

(৩) তারপর, কোন কোন সময় দোয়া করিতে করিতে এমন উপকরণ উৎপন্ন হয় যে, দোয়া কবুল হইলে শরীয়তের কোন আদেশ ভঙ্গ হয়। এই অবস্থায়ও মনে করিতে হইবে যে, এই দোয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়ার সময় উপস্থিত। খোদা-তা'লার কোন দোয়া কবুল করিতে অস্বীকার করিবার ইহাও একটি প্রণালী—অর্থাৎ, কথার পরিবর্ত্তে ক্রিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। এজন্য ইহা করিতে নাই।

সর্ব্বমানবোপযোগী দোয়ার প্রণালী

দোয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে আমি যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটি ছিল,—মানুষ তাহার 'আমল' পবিত্র করিবে এবং খোদাতা'লার সমস্ত আদেশ-নিষেধগুলি পালন করিবে। ইহার কারণ, যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যায়, তাহাকেই পারিতোষিক প্রদান করা হয়। যাহার প্রতি খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন, তাহাকেই তিনি 'এনাম' প্রদান করেন।

এই প্রনালীটির কথা শুনিতে পাইয়া কোন কোন ব্যক্তি বলিতে পারে, "ইহা অতি বড় কথা। প্রথমতঃ, 'আমল, ঠিক হওয়ার জন্যই দোয়া করা আবশ্যক। কারণ, দোয়া ত 'আমল' ঠিক হওয়ার পর কবুল হইবে এবং 'আমল' তখন পর্য্যন্ত 'দোরস্ত' হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লা আমাদের সাহায্য না করেন। এজন্য আমাদিগকে এমন কোন কথা শিক্ষা দিন, যাহা পালন করিলে আমাদের মত 'দুর্ব্বল ইমান' ও 'দুর্ব্বল-আমল' সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দোয়াও কবুল হওয়ার মর্য্যাদা লাভ করে। অন্যান্যগণ অপেক্ষা আমাদের প্রয়োজন অধিক। আমাদের "আমল" যেন দোয়া করিবার ফলে মজবুত ও ঠিক হয় এবং আমরা যেন পূর্ণ ইমান লাভ করিবার 'তৌফিক' প্রাপ্ত হই।"

এ নিমিত্ত, এখন আমি এমন কোন কোন বিষয় বলিব, যাহা প্রাথমিক অবস্থাসম্পন্ন প্রত্যেক মানব পালন করিতে সমর্থ হয়। সেগুলি 'মামুলী' বলিয়া প্রতীত হইলেও, বাস্তবিক তাহা "বড় বিষয়'। তদ্দ্বারা মহৎ ফললাভ হইবে।

তৃতীয় প্রণালী

আমরা মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, কেহ প্রিয় জনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, সে প্রিয় হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি কোন শিশুর প্রাণ কাহারো কর্ত্তৃক রক্ষা পায়, তবে শিশুর পিতা মাতা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকেন এবং কখনো এরূপ ভাবেন না যে, সে ব্যক্তি তাঁহাদের সন্তানকে রক্ষা করিয়াছে, তাঁহাদিগকে ত রক্ষা করে নাই।

ইহাই প্রেমের গতি। কাহারো নিকট কোন বস্তু প্রিয় হইলে, কেহ সেই বস্তুর কোন ইষ্ট সাধন করিলে, কিম্বা উহার সম্বন্ধে কোন উত্তম কথা কহিলে, প্রেমিকের হৃদয়ে সেই ব্যক্তির জন্য ভালবাসা জন্মে।

এই নীতি মানুষ দোয়া করিবার সময়ও কাজে লাগাইতে পারে। বান্দার প্রতি বান্দার প্রেমাপেক্ষা, মানবের জন্য আল্লাহর প্রেম 'বহু' অধিক। ইহা কেন? প্রেমের ভিত্তি—'সম্বন্ধ'। বান্দাদের পরস্পর সম্বন্ধ আদ্যন্ত সাময়িক ও সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের প্রেম যতই অধিক হওক না কেন, তাহা খোদাতা'লার প্রেম ও মহব্বতের তুলনায় কিছুই নয়। কারণ, খোদা-তালার প্রেম চির ও অনন্ত।

কোন যুদ্ধে রসুল করীম (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। কাফেরগণ পরাজিত হইয়াছিল। সাহাবাগণ কয়েদী ও জিনিষাদি একত্রিত করিতেছিলেন। ধর পাকড় চলিতেছিল। তখন একটি স্ত্রীলোক দৌড়াইতেছে, দেখা গেল। সে কোন সন্তান পাইলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিত। তারপর, আবার উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়াইত। এইরূপে দৌড়াইতে দৌড়াইতে, সে তাহার আপন সন্তান পাইল। সে তাহাকে বুকে নিয়া শান্তমনে বসিল। আঁহজরত (সাঃ) সাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছ? সে তাহার

সন্তানের জন্য কত ব্যাকুল ছিল! বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেম তদপেক্ষাও অধিক।"

সুতরাং, কেহ কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিলে যেমন সেই ব্যক্তির প্রিয়জনের অন্তঃকরণে তাহার জন্য ভালবাসার সঞ্চার হয়, সেইরূপ আল্লাহ্‌তা'লার বান্দাগণের প্রতি কেহ কোন 'এহসান' (দয়া ও উপকার) করিলে আল্লাহ্‌তা'লাও তাহার প্রতি দয়া করেন। এ নিমিত্ত দোয়া কবুল হওয়ার একটি উপায়, যখন কোন বিশেষ ব্যাপার উপস্থিত হয় এবং তন্নিমিত্ত দোয়া করিতে হয় তখন যে **কোন দুঃখী, দীন ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। কেহ খোদাতা'লার কোন বান্দার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলে খোদাতা'লা তাহার দুঃখ দূর করিবেন।** ইহা অতীব উন্নত প্রণালী।

দোয়া করিবার পূর্ব্বে, দুঃখ-বিপদ-ক্লিষ্ট কোন ব্যক্তি তালাস করিবে। সেই দুঃখ শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা সম্মান বিষয়ক, কিম্বা যে কোন বিষয়ক হওক না কেন, তাহা বিমোচন করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা মোচন হয়, কি না হয়, তজ্জন্য তোমরা দায়ী নও। তোমরা সাধ্যানুসারে যত্নবান হইবে। তারপর, তোমরা খোদাতা'লার হুজুরে—তাঁহার মহামহিম সমীপে—উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য দোয়া চাহিবে।

এভাবে দোয়া অতি সত্বর কবুল হইবে। **খোদাতা'লার কোন বান্দার দুঃখ-মোচনের জন্য যতখানি মনোনিবেশ করিবে, খোদাতা'লা তোমাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক লক্ষ্য করিবেন।**

খোদাতা'লার লক্ষ্য কি কখনো ব্যর্থ হইতে পারে? কখনো নয়। সম্ভবতঃ, তোমরা যে দুঃখ দূর করিতে চাহিবে, তাহাতে তোমরা কৃতকার্য্য হইবে না। কারণ, তোমরা বান্দা। কোন বান্দা যাহা করিতে চায় তাহাতে সফলতা লাভ করা তাহার আয়ত্বাধীন নহে। খোদাতা'লা যাহা করিতে চান, তাহা হওয়া অপরিহার্য্য।

এজন্য তোমরা কখনো এরূপ মনে করিবে না যে, তোমাদের প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় খোদাতা'লাও তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন না। কেননা, যখন খোদাতা'লা তোমাদের কাজ করিবার জন্য 'এরাদা' (ইচ্ছা) করিবেন, তখন তাহা নিশ্চয়ই হইবে। তিনি সর্ব্ব বস্তুর 'খালেক', 'মালেক'—স্রষ্টা ও কর্ত্তা। তিনি যাহা যে ভাবে চান, সেই ভাবে তাহা ব্যবহার করেন। তোমরা এই প্রণালীটি অবশ্যই পালান করিবে।

চতুর্থ প্রণালী

যাহারা সেই আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে নাই, যে স্তরে খোদাতা'লা স্বয়ং দোয়া শিক্ষা দেন এবং বলিয়া দেন যে, "এই দোয়া কর এবং এই দোয়া করিও না"—তাহারা **দোয়া করিবার পূর্ব্বে আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রতি 'দরুদ, আন্তরিক দরদের' সহিত পাঠ করিবে।**

রসুল করীম (সাঃ) সেই মানব, যিনি খোদাতা'লার সমীপে সর্ব্বজনাপেক্ষা অধিক 'মকবুল' (প্রিয়)—**তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 'কবুল' (গৃহীত) হইয়াছেন।** পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী সকলের চেয়ে তাঁহার 'কবুল' হওয়ার স্থান শ্রেষ্ঠ।

সকলেরই নিকট, স্ব স্ব গুরু কিম্বা পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বড় বলিয়া প্রতীত হয়। কথিত আছে, রনজিৎসিংহের মৃত্যুতে মহাশোকার্ত্তনাদ হইয়াছিল। পথে একটি মেথর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল, "সকলেই এমন শোকার্ত্ত কেন, কি হইয়াছে?" প্রত্যুত্তরে, লোকটি বলিল, "মহারাজা রণজিৎসিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া, সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবাই মারা গিয়াছেন; রণজিৎ কে, তিনি মরিবেন না?" তাহার নিকট তাহার পিতার এত সম্মান যে, সমসাময়িক নরপতি রণজিৎসিংহ তাহার পিতার তুলনায় কিছুই ছিলেন না। তাহার হৃদয়ে যে প্রবৃত্তি কাজ করিতেছিল, তাহাই মানব অন্তঃকরণে স্ব স্ব বড়লোকদের জন্য প্রেমের নিদর্শন।

ধর্ম্ম জগতেও সেই কথা। দেখ, হজরত মসিহ্‌ (আঃ) হজরত মুসার (আঃ) খলিফাগণের মধ্যে এক জন খলিফা হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টানেরা হজরত মুসা (আঃ) হইতেও হজরত মসিহকে (আঃ) বড় করিয়া তুলিয়াছে।

আমি বলিতে ছিলাম, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সর্ব্বজনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্য্যাদাসম্পন্ন। ইহাতে আমি হজরত মসিহ মাউদকেও (আঃ) পরবর্ত্তিগণ মধ্যে গণনা করিয়াছি। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার বর্ত্তমান স্তরেই থাকুন, কিম্বা তদপেক্ষা আরো উন্নতি করুন—তিনি আঁ-হজরতের (সাঃ) একজন খাদেম, সেবক ও ভৃত্য মাত্র। কারণ, তিনি সব কিছু আঁ-হজরতের (সাঃ) 'ত'ফেল' ও অনুকম্পায় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার যোগেই যাবতীয় সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

আমি বলিয়াছি, প্রকৃত প্রেম অলৌকিকতা প্রয়াসী—অর্থাৎ, যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে অন্যান্যাপেক্ষা বড় করিয়া দেখায়। যে মহামানবের সাহায্যে আমরা এযুগে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি, আমরা তাঁহাকেও বিশেষত্ব দেই না এবং সর্ব্বজন সমক্ষে ঘোষণা করি যে, **আঁ-হজরতের** (সাঃ) **স্থান সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**। তিনি এমন স্থানে অবস্থান করিতেছেন যে, অন্যান্য সকলকে বাদ দিয়া শুধু তিনিই গোচরীভূত হন। এজন্যই আল্লাহ্‌তা'লা 'কলেমা তৌহীদের' সঙ্গে তাঁহার নামও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

এহেন জনের প্রতি দরুদ (আন্তরিক দোয়া) পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি খোদাতা'লার নিকট 'বরকত' (আশীষ) ভিক্ষা করে, খোদাতা'লার 'রহমত' উদ্বেলিত হইয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ আরম্ভ করে। একথা হাদিস দ্বারাও সপ্রমাণিত হয়।

সময় অল্প বলিয়া কোন্ প্রনালীটি কোন্ আয়েত ও হাদিস হইতে আমি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা উল্লেখ করিতেছি না। অবশ্য, একথা বলিয়া দিতেছি যে, আমি যাহা কিছু বলিতেছি, সবই কোরান ও হাদিস হইতে গৃহীত।

যাহাহউক, **দোয়া কবুল হওয়ার সহিত দরুদের একান্ত সম্বন্ধ**। যে ব্যক্তি আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রতি দরুদ পাঠ পূর্ব্বক দোয়া করে, তাহার দোয়া তাহাদের সকলাপেক্ষা অধিক কবুল হয়, যাহারা দরুদ শরীফ ছাড়া দোয়া করিয়া থাকে।

'দরুদ' শরীফ' পাঠে দোয়া অধিক কবুল হয় কেন :—প্রিয়জনের মধ্যবর্ত্তীতায় বিতরণ করা পুরস্কার দানের একটি বিধান। খোদাতা'লা আঁ-হজরতকে (সাঃ) যাবতীয় 'এনামের' উত্তরাধিকারী করিবার জন্য এবং তাঁহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সম্মানে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে—এই পদ্ধতিটিও অবলম্বন করিয়াছেন ; অর্থাৎ, যাহারা আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া দোয়া করিবে, তাহাদের দোয়া বহুলরূপে কবুল হইবে।

খোদাতা'লার মুখাপেক্ষী নয় জগতে এমন ব্যক্তি কে? সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। এজন্য সকলেই স্ব স্ব বিপদাপদ দূরীভূত ও স্ব স্ব প্রয়োজনাদি পূর্ণ হওয়ার জন্য, খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিবে এবং দোয়া করিবার কালে আঁ-হজরতেব (সাঃ) প্রতি দরুদ পাঠ করিবে। ইতিপূর্ব্বে, তাহারা দরুদ পাঠে অভ্যস্ত না হইলেও, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তখন দরুদ পড়িবে।

যাহা হওক, খোদাতা'লা বান্দাদিগকে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইহাও একটি নীতি শিক্ষা দিয়াছেন যে, আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া দোয়া করিবে। ইহা কোন অসঙ্গত কথা নয়। **প্রেমাস্পদের প্রতি কেহ ভাল ব্যবহার করিলে প্রেমিক সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন**। ইহাই এই নীতির মূল।

পঞ্চম প্রণালী

দোয়া করিবার পঞ্চম প্রণালী এই যে,দোয়া-প্রার্থী খোদাতা'লার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা) করিবে। ইহাও একটি সাধারণ নীতি, যাহা ইস্‌লামের শিক্ষা হইতে জানা যায় এবং যাহার সাক্ষ্য মানবের প্রকৃতিতে বিদ্যমান।

দেখ, ভিক্ষুক যখন কিছু চাহিতে আসে, তখন সে যাহার নিকট চায়, তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। কখনো তাহাকে মহারাজাধিরাজ "বাদশাহ" বলিয়া অভিহিত করে ; কখনো তাহার মহানুভবতা প্রকাশ করে ; কখনো অন্য কোন প্রশংসাসূচক বাক্যোচ্চারণ করে। অথচ ভিখারী যাহা কিছু বলে, সেই ব্যক্তিতে ইহার কিছুই থাকে না, কিন্তু ভিখারী তাহা বলেই এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত বলিয়া প্রকাশ করে। কারণ সে জানে যে, সে যাহাকে সম্বোধন করিতেছে, তাহার কৃপা সে এভাবে আকর্ষণ করিতে পারিবে।

আল্লাহ্‌তা'লার যতই স্তুতি, যতই প্রশংসা করা যায়, ততই অল্প ; কারণ তিনিই শুধু সর্ব্ব-গুণাধার, সর্ব্ব-গুণাকর। এজন্য মনুষ্য ও অন্যান্যদের যে প্রশংসা করা যায়, তাহা প্রকৃত ও অপ্রকৃত উভয় প্রশংসায়ই সংমিশ্রিত হওয়া সম্ভবপর। খোদাতা'লার যত প্রশংসাই করা হয়, তাহা সবই সত্য। এ নিমিত্ত **যখনই দোয়া করিবার আবশ্যক হয়, তখনই খোদাতা'লার 'হাম্‌দ' করা উচিত**।

'সুরাহ্‌ ফাতেহা' হইতে আমরা এই তত্ত্ব শিক্ষা করি। 'সুরাহ ফাতেহা' সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দোয়া যাহা আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বান্দাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা প্রত্যহ বহুবার পড়া হয়। ইহার প্রারম্ভে খোদাতা'লা এরূপই বলিয়াছেন

যথা,—

الحمد لله رب العالمين — الرحمن الرحيم — مالك يوم الدين — اياك نعبد واياك نستعين — اهدنا الصراط المستقيم — صراط الذين انعمت عليهم — غير المغضوب عليهم ولا الضالين *

এখানে এই প্রনালীটিই, শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যখন কোন দোয়া করিতে আরম্ভ করিবে তখন প্রথমতঃ বহুলরূপে খোদাতা'লার 'হামদ' করিবে। 'হামদ' অর্থ—সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য, সদগুণ ও পবিত্রতার সমাবেশ। এ নিমিত্ত তস্‌বিহ্‌ও (পবিত্রতা ঘোষণা ও) ইহারই অন্তর্গত এক প্রকার হাম্‌দ।

খোদাতা'লার হাম্‌দ (প্রসংশা) করিয়া দোয়া করিলে, দোয়া অধিক কবুল হয়। 'হাম্‌দ' করিয়া দোয়া করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; অর্থাৎ, খোদা তা'লার মহিমা ও প্রতাপ—'আজমত' ও 'জালাল'—স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া দোয়া করিবে। এভাবে দোয়া বহুলরূপে কবুল হইবে। ইহার কারণ, বান্দা খোদাতা'লার গুনাবলী বর্ণনা করে; এবং আপনার সম্পূর্ণ

---

* প্রশংসা সবই আল্লাহ্‌র। তিনি সর্ব্ব-সুন্দর, সর্ব্ব-গুণাকার, সর্ব্বদোষ-মুক্ত। যে কোন অস্তিত্বে, যে কোন বস্তুতে, যাহার মধ্যে, যে কোন গুণ, যে কোন সৌন্দর্য্য, যে কোন রূপ আছে, সবই তাঁহার প্রদত্ত—তাহাদের নিজস্ব কিছুই নয়। সব 'হাম্‌দ' তাঁহার, সর্ব্ব-জগতসমূহের তিনি প্রভু, স্রষ্টা, প্রতিপালক ও ক্রমঃ-বিকাশক। প্রাণী, অপ্রাণী, জড়, অজড় জগৎ—ইহলোক, পরলোক সকলই তাঁহার এই প্রভুত্বের পরিচয়-চিহ্ন।—তিনি রাব্বুল-আলামীন। তিনি সকলের যাবতীয় যথোপযুক্ত সরঞ্জাম, সর্ব্ববিধ জীবনোপকরণ কাহারো যাচ্‌নার অপেক্ষা না করিয়া তৎপূর্ব্বেই অপার করুণাবলে প্রদান করেন—তিনি রহ্‌মান। প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সৎকার্য্যের বহুলরূপে পুরস্কার প্রদান করেন এবং বার বার করুণা প্রকাশ করেন—তিনি রহীম। ধর্ম্ম সংস্থাপন ও বিচার কালের একমাত্র কর্ত্তা তিনি। যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। মানুষের কাজে প্রশ্ন হয়, তাঁহার কাজে প্রশ্ন নাই। সকলেই কর্ম্ম ফলের জন্য তাঁহার নিকট দায়ী, তিনি কাহারো নিকট দায়ী নহেন। ইহ-জগতে পর-জগতে বিচারের কাল—পাপ পুন্যের শাস্তি বা পুরস্কার, তিনিই নির্দ্ধারণ করেন। যখন প্রয়োজন হয়, তিনি তাঁহার অসীম, অনন্ত জ্ঞানানুযায়ী প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ—নবী ও অবতার এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে—আবির্ভূত করেন। তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিধান (স্থল-বিশেষে শুধু শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জ্ঞান), অলৌকিকতা ও আদর্শ জীবন প্রদান করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা আপনাকে পরিচিত করেন। পাপ পুন্যের বিচার কাল, ধর্ম্মযুগ ও অধর্ম্মের অবসান কালের কর্ত্তা—'মালেক-ইয়াওমুদ্দিন'—তিনি। ইস্‌লাম তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন—যুগে যুগে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, তিনি ইহা প্রতিপালন করিবেন। কখনো দুষ্টদের শাস্তিবিধান করিয়া কঠোর নিদর্শন-সমূহ প্রকাশ করিবেন; কখনো দয়াপূর্ণ নিদর্শন-সমূহ প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন; কখনো অসাধু ব্যক্তিগণের পরিতাপে তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; এবং কখনো বিশেষ 'ফজল' ও অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন। ইহকালে, পরকালে পাপ পুন্যের শাস্তি বা পুরস্কার-দাতা: তিনিই।†

এহেন যে খোদা, আমরা তোমারই উপাসনা করি—তোমার 'তৌহীদ' (একত্ব) ঘোষণা করি, সর্ব্বান্তঃকরণে শুধু তোমাকেই ভালবাসি, শুধু তোমারই উপর নির্ভর করি, তুমিই মাত্র আমাদের ভরসা ও নির্ভর স্থল; সর্ব্বান্তঃকরণে শুধু তোমাকেই ভয় করি এবং সম্পূর্ণরূপে তোমারই নিকট অবনত হই এবং তোমাকেই আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা সর্ব্বান্তঃকরণে করি। আমাদের চিন্ত, কর্ম্ম ও বিশ্বাসের ইত্যাবস্থায়, আমরা শুধু তোমারই শরণ লই।

আমাদিগকে সহজ, সরলতম পথে চালিত কর,—সেই পথ দেখাও এবং আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত কর; বিশ্ব মানবকে এই পথে চালিত কর।

এই পথ তাঁহাদের, যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ—'নবী', 'সিদ্দিক', 'শহীদ' 'সালেহ'গণের পথ; তাঁহাদিগকে তুমি পার্থিব অপার্থিব সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছ। 'নবিগণ' তোমার বার্ত্তা জগতে আনয়ন করেন এবং তোমাকে পরিচিত করেন। 'সিদ্দিকগণ' শ্রবণ মাত্র তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সত্যতা ঘোষণা করেন। শহীদগণ' অহরহঃ সেই সত্যের জন্য প্রাণ দান করেন। 'সালেহ্‌গণ সততঃ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে যথার্থতাবলম্বন করেন। তুমি তাঁহাদিগকে রাজ সম্মানেও সম্মানিত কর এবং পার্থিব দানসমূহও তাঁহাদের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সমূহের ন্যায় প্রদান কর। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই,—ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা তাঁহাদের জীবনে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করে এবং তোমার 'রূপ' প্রকাশ করে। প্রভো! আমাদিগকে তাহাদের পথে চালিত কর, আমাদিগকে সেই সম্মানে সম্মানিত কর, সেই সম্পদে সম্পদশালী কর।

অপিচ, যাহারা অভিশাগগ্রস্ত হইয়াছে, এবং যাহারা পথ-হারা হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পথে আমাদিগকে চালিত করিও না—ইহুদীরা নানা প্রকার উদ্ধত ব্যবহার, পাশবিক বৃত্তি পালন দ্বারা এবং পরিশেষে, ইসা মসিহ্‌কে (আঃ) অস্বীকার পূর্ব্বক তোমার অভিশাপ—গ্রস্ত হইয়াছিল এবং খৃষ্টানেরা তোমার প্রেম ও উপাসনা ভুলিয়া যাইয়া ইসা মসিহর অতিরিক্ত প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে তোমার উপাসনায় শরীক করিয়া বিপথগামী হইয়াছে এবং পার্থিব জীবনের জন্য ক্রমে তাহাদের সর্ব্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। প্রভো, আমাদিগকে ইহাদের মত করিও না। দজ্জালের এই ফেৎনা দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে সংরক্ষণ কর এবং জয়যুক্ত কর। অভিশপ্ত জাতিদের সর্ব্বপ্রকার প্রভাব ম্লান কর এবং তোমার অপার 'রহমত' ক্রমে আমাদের প্রতি—তোমার দান ও অনুগ্রহের দ্বার চির উন্মুক্ত রাখ; আমাদের সর্ব্বপাপ ক্ষমা কর এবং পাপ হইতে রক্ষা কর এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূরীভূত কর এবং তৎপ্রকাশ হইতে রক্ষা কর এবং ইমানের ও আমলের 'এসলাহ' দাও—যেন আমরা অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট না হই।

—আমিন—(অনুবাদক)

---

† নবী বা অবতারের (কিম্বা তাঁহাদের স্বরূপ-প্রাপ্ত মানবের) পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয়। ঐশী নিদর্শন মানবাত্মার সাধারণ সাক্ষ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রেরণা ও প্রত্যয় আনয়ন করে এবং ঐশী-অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে সমর্থ করে। মানব জীবনে এই মুহূর্ত্ত তিনি আনয়ণ করেন—পাপ ক্ষমা করেন এবং পুন্যের—অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার—ফল তিনিই দেন। পাপ পুন্যের বৈষম্য নিরাকরণ কর্ত্তা, শাস্তি ও পুরস্কার নির্দ্ধারণ কালের মালীক তিনি।

তুচ্ছতা নিবেদন করে বলিয়া সেই খোদা যিনি 'রহমান' (প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই, যিনি অপার করুণা বলে, যথোপযোগী সকল সরঞ্জাম সরবরাহ করেন, যিনি 'রহীম' (প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং সৎকার্য্যের অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করেন), যিনি 'মালেক' (কর্ত্তা), যিনি 'খালেক' (স্রষ্টা), যিনি 'কাদের' (সর্ব্বশক্তিমান) এবং যাঁহার ভাণ্ডারসমূহ কখনো শূন্য হইতে পারে না—তিনি দোয়া কবুল করেন।

দেখ, যখন কোন ব্যক্তি কাহারো সম্মুখে আপনাকে অভাব-গ্রস্ত বলিয়া উপস্থিত করে এবং তাহার প্রশংসা করে, তখন তাহার দয়ার উদ্রেক হয় এবং প্রার্থীকে কোন না কোন সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং, খোদাতা'লার হুজুরে কোন মানব তাহার দুঃখের কথা উপস্থিত করিলে এবং তাঁহার 'হাম্‌দ ও 'তারিফ করিলে তিনি কিরূপে তাহার দোয়া ব্যর্থ করিতে পারেন ?

সুতরাং, যখন কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া কিছু চায়, তখন খোদাতা'লা বলেন, "আমার অভাবগ্রস্ত বান্দাটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দেওয়া হউক।"

যদ্রূপ, আঁ-হজরতের প্রতি দরুদ পাঠ করিলে খোদাতালার 'প্রেম' উথলিত হয়, তদ্রূপ খোদাতালার 'হামদ' করিলে তাঁহার 'গয়রত' উদ্বেলিত হয়। দরুদ পাঠ করিলে খোদাতা'লা বলেন, "এবান্দা আমার প্রিয় বান্দার প্রতি করুণভাবে আন্তরিক দোয়া ('দরুদ) পাঠ করিতেছে, যেন তাহার প্রতি বিশেষ 'ফজল' বা অনুকম্পা করা হয়। এজন্য আমিও তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছি। 'হাম্‌দ' করা কালে খোদাতা'লা বলেন, "এই বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করিতেছে, আমি তাহার নিকট আমার গুণসমূহ প্রকাশ করিতেছি, যেন সে কার্য্যতঃ জানিতে পারে যে, সে আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা সবই সত্য।"

সুতরাং 'হাম্‌দ' খোদাতা'লার সম্যক গুণসমূহ উদ্বেলিত করে এবং সর্ব্বগুণ সম্মিলিত হইয়া একদিকে ধাবিত হয়, যেন বান্দার কার্য্য সম্পাদন কর।

ষষ্ঠ প্রণালী

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দোয়া করিবার পূর্ব্বে কাপড় ও শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে।

যদিও প্রত্যেক দোয়াকারীই বুঝিতে পারে না এবং অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা অনুভব করেন বা অনুভব করিতে পারেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দোয়া করিবার সময় খোদাতা'লার সহিত এক প্রকার যোগ ('কুর্‌ব') লাভ হয় এবং আত্মা আল্লাহ্‌-তা'লার হুজুরে আকর্ষিত হয়।

যদিও দর্শকেরা জানিতে পারে না যে, খোদাতা'লা দেখা যাইতেছেন, কিন্তু স্বপ্নে যদ্রূপ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক করা হয়, তদ্রূপ খোদাতালার হুজুরে হাজির হওয়ার জন্য 'রুহ্‌কে (আত্মা) দোয়াকালে পৃথক করা হয়।

'রুহ' বা আত্মার পবিত্রতার সম্বন্ধ শরীরের পবিত্রতার সহিত ; আত্মার অপবিত্রার সম্বন্ধ শরীরের অপবিত্রার সহিত। এজন্য শরীর অপবিত্র হইলে 'রুহের' উপরও অপবিত্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং শরীর পবিত্র হইলে রুহের উপরও পবিত্র প্রতিক্রিয়া হয়।

একটি ঘটনা বলা হইয়া থাকে। আল্লাহ জানেন ইহা কতদূর সত্য। যাহাহউক, ইহা দ্বারা সুশিক্ষা লাভ করা যায়। কোন রাজকুমারী কোন সাধারণ ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাসর-গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যা দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া অস্থির হইলেন। বর আহারান্তে হাত ধৌত করে নাই। রাজকুমারী তাহার হস্ত কর্ত্তনের জন্য আদেশ করিলেন। তাহার হাত কর্ত্তন করা হইল।

খোদাতা'লা সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা অপচ্ছন্দ করেন। এনিমিত্তই ইসলাম সর্ব্বপ্রকায় 'এবাদত' বা উপাসনার জন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শর্ত্ত, একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে। প্রস্রাবপূর্ণ কাপড় নিয়া কেহ নামাজ পড়িলে, তাহার নামাজ কবুল হয় না। সেইরূপ 'নাপাকী' বা অপবিত্রা-বস্থায় যে দোয়া করা হয়, তাহাও কবুল হয় না।

অপবিত্রাবস্থায়, কেহ খোদাতা'লার হুজুরে উপস্থিত হইলে সে লাভবান হওয়ার পরিবর্ত্তে সেখান হইতে বিতাড়িত হয়।

এ নিমিত্তই সুফিগণ দোয়া করিবার জন্য 'সতন্ত্র পোষাক' তৈয়ারী করিয়া রাখিতেন। ইহা তাঁহারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত করিয়া রাখিতেন।

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইহাও একটি উপায় যে, দোয়া করিবার পূর্ব্বে কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন করিতে হয়। যাহারা গরীব, তাহারা এক জোড়া সতন্ত্র কাপড় তৈয়ারী করিয়া রাখিবে। এভাবে দোয়া অধিক কবুল হয়।

সপ্তম প্রণালী

তারপর, দোয়া কবুল হওয়ার আরো একটি প্রণালী আছে। দোয়া করিবার জন্য নীরব সময় নির্ব্বাচন করিবে।

দৃষ্টান্ত স্থলে, দিবা কালে জঙ্গলাকীর্ণ এমন কোন স্থানে যাইবে, যেখানে ধ্যান চিন্তায় কোন রকম বাধা না জন্মে; কিম্বা রাত্রিকালে সকলেই শয়ন করিলে দোয়া করিবে। এ ভাবে ধ্যান ও চিন্তা শক্তিতে বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারিবে না।

যখন এমন কোন স্থান, বা সময়ে দোয়া করা হয়, যে স্থান বা সময়ে এদিক সেদিক হইতে শব্দ শ্রুত হয়, তখন দোয়ায় মনযোগ থাকিতে পারে না। এ ভাবে ধ্যান কখনো একদিকে, কখনো অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

মানব প্রকৃতি অনুসন্ধিৎসু। এ নিমিত্ত ঈষৎ শব্দ শ্রুত হইলে, তৎক্ষণাৎ মন তৎপ্রতি ধাবিত হয় যেন, জানিতে পারে যে, কি হইয়াছে। অতএব যাহারা কোলাহল হইতে নীরব হইতে পারে না, কিম্বা নীরব হইলেও অল্প ক্ষণের জন্য হয়—তাহারা এমন সময় দোয়া করিবে, যখন সর্ব্বত্র নীরব হয়, কিম্বা এমন স্থানে যাইয়া দোয়া করিবে, যেখানে কোন প্রকার গোলমাল শ্রুত না হয়।

হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) আদর্শ—হজরত মসিহ মাওউদকে (আঃ) দেখিয়াছি, তিনি জঙ্গলে একাকী গমন করিতেন। এবিষয়ে অনেকেই অবগত নয়। মিঞা বশীর আহমদের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে প্রায় ১০ ঘটিকার সময়, ভ্রমণে বাহির হওয়া ছাড়া, একাকীও গমন করিতেন।

একদিন তিনি যাইতেছেন, এমন সময় আমি সঙ্গে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যাইতে চাও? তুমি প্রথমে আস, আমি পরে যাইব।"

ইহাতে আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি একাকী যাইতে চান। আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

যাহাহওক, সতন্ত্র স্থানে ও নীরব সময়ে বিশেষ ধ্যান ও মনযোগের সহিত দোয়া করা যায়। কারণ, ইহাতে ধ্যানের জন্য বহির্দ্দেশীয় কোন বাধা থাকে না। এজন্য মন, স্বভাবতঃ, এক দিকেই নিবিষ্ট হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায়, 'সবটুকু শক্তি' এক দিকে নিয়োজিত হইলে সম্মুখস্থ সকল বাধা অপসারিত হয়।

অষ্টম প্রণালী

যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে দোয়া করিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রথমতঃ 'নাফ্‌সের দুর্ব্বলতা গুলি অধ্যয়ন করিবে এবং এমন ভাবে অধ্যয়ন করিতে থাকিবে, যেন অবাধ্য আত্মার মৃত্যু হয়—চিত্ত নিজের নিকট ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইতে থাকে এবং অন্তর বলিয়া উঠে, "তুই কোন উর্দ্ধতম গতির সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং কোন কাজের নইস্; কিছুই করিতে পারিস্ না।"

যখন চিত্তের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন দোয়া করিতে হইবে। এরূপাবস্থায়, মাতা-পিতা যেরূপ অসহায় শিশুর তত্ত্বাবধান করেন, সেইরূপ খোদাতা'লাও তাঁহার বান্দার তত্ত্বাবধান করেন।

সন্তান বড় হইলে, মাতাপিতা তাহাকে স্বহস্তে পানাহার করিতে বলেন; কিন্তু দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর সকল প্রয়োজনাদির প্রতি তাঁহাদের নিজের সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে।

খোদাতা'লার হুজুরেও নিজকে এমনইভাবে ন্যস্ত করিবে, যেন একটি দুগ্ধ-পোষ্য, স্তন্যপায়ী শিশু মাতা-পিতার সম্মুখে পতিত।

চিত্ত 'ফের্-আউন' হইলে এবং নিজকে বড় মনে করিলে, কোন দোয়া কবুল হইতে পারে না। এ নিমিত্ত **সর্ব্ব-প্রথম নিজাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবনত করিবে।**

বান্দা ও খোদাতা'লার মধ্যে সম্বন্ধ গঠিত হওয়ার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে দোয়া বহুলরূপে কবুল হয়।

নবম প্রণালী

দোয়া করিবার সময় **আল্লাহ্‌তা'লার 'নেয়ামৎ' বা দানগুলি চক্ষের সামনে রাখিতে হয়।** কারণ, আকাঙ্খা ও আশায় মানুষ কাজ করে।

আল্লাহ্‌তা'লার দানসমূহ অবলোকন করিবার জন্য আপাদমস্তক দেহটির প্রতি লক্ষ্য করিবে। ভাবিবে যে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন একটি না হইলে, কষ্টের অবধি ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, হস্ত না থাকিলে কোন বন্ধু 'মোসাফাহা' বা করমর্দ্দন করিতে হস্ত প্রসারণ করিলে, কি অসুবিধা হইত, কিম্বা পিপাসা হইলে জলপান করিতে, বা প্রস্রাব করিতে হইলে কাপড় খুলিতে কিরূপ কষ্ট হইত।

যাহাহওক, এইরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিবে, যেন হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার দান ও অনুগ্রহের এমন চিত্র অঙ্কিত হয় যে, তদ্বারা হৃদয়ের প্রত্যেক গহ্বর খোদাতা'লার 'মহব্বত' ও প্রেমে পূর্ণ হয়।

ইহা হইলে, অন্তরে আবেগ ও উৎসাহ ভরে আশা এমন ভাবে তরঙ্গায়ীত হইবে যে, যে দোয়া করিবে, তাহা কবুল হইবে। কারণ তখন বুঝিতে পারিবে যে, যাচ্ঞা না করা সত্বেও

আল্লাহ্‌তা'লা এতগুলি মহাসম্পদ দান করিয়াছেন, এখন চাহিলে দিবেন না কেন ?

এইরূপ 'একীন' (প্রত্যয়) লাভ করিলে দোয়াকারী যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা প্রাপ্ত হইবে।

দশম প্রণালী

খোদাতা'লার দানগুলি যেমন সম্মুখে রাখিবে, সেইরূপ তাঁহার 'গজব' বা কোপও সম্মুখে রাখিবে। যদ্রূপ ধ্যান করা হইয়াছিল যে, অমুক অমুক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকিলে কিরূপ হইত, তদ্রূপ ইহাও ভাবিতে হইবে যে, যে সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ছিনাইয়া নেওয়া হইলে কিরূপাবস্থা হইবে !

ভাবিতে হইবে, এমন অনেক ব্যক্তি বা জাতি ছিল, যাহাদের প্রতি খোদাতা'লা 'এনাম' (সম্পদ) বর্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে।

ইহার নিমিত্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত বাড়ী, জনপদ, কিম্বা দেহেরই কোন অংশ হইতে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে। ইহা 'অনুধাবন' করিয়া পরে দোয়া করিবে।

এই দোয়া **ভয় ও আশা জনক দোয়া হইবে।** কোরান শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। একদিকে থাকিবে ভয়, অন্য দিকে থাকিবে আশা।। ইহারা দুইটি প্রাচীর স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া দোয়াকারীকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আকর্ষণ করিবে এবং এইরূপে দোয়া কবুল হইবে।

একাদশ প্রণালী

তারপর **দোয়া করিবার সময় 'চোস্ত' বা স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কারণ চিত্ত মৃত-বৎ হইলে, ইহার প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর নিপতিত হয়, এবং দেহ মৃত স্বরূপ হইলে তদ্বারা অন্তর আক্রান্ত হয়।**

যখন কেহ 'সুস্তি' বা স্ফূর্ত্তিহীনতা ও অলস ভাবালম্বন করে, তখন তাহার চিত্তও অলসতায় আচ্ছন্ন হয়। এজন্যই নামাজে 'কেয়াম' (বক্ষে হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক দাঁড়ান), (রুকু হাঁটুতে হাত রাখিয়া নত হওয়া) এবং সেজ্‌দা (প্রণিপাত) প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থাগুলি রাখা হইয়াছে। এসকলই 'চুস্তি' বা স্ফূর্ত্তি ও কার্য্য-তৎপরতার জন্য রাখা হইয়াছে।

সুতরাং, শারিরীক 'সুস্তি' বা অলসতার প্রতিক্রিয়া 'রুহ' ও চিন্তার উপর নিপতিত হয় বলিয়া দোয়া করিবার সময় চোস্ত বা কার্য্য-তৎপর ও স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সেজদার সময় কনুইগুলি মাটীতে সংলগ্ন করিবে না।

শরীয়তের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম আদেশেরও নিগুঢ় রহস্য অবগত হওয়ার জন্য আমার সতত আগ্রহ থাকে। এ জন্য সেজদার সময় কনুইগুলি মৃত্তিকায় স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কি, তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি 'নফল' নামাজে কনুইগুলি রাখিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, তৎপূর্ব্বে যে প্রবল বেগে দোয়া আসিতেছিল এরূপ করায় তাহা রুদ্ধ হইয়াছে। তারপর কনুইগুলি উত্তোলন করিলে পর পূর্ব্বাবস্থা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

সুতরাং, দোয়া করিবার সময় 'চুস্তি' বা কর্ম্মতৎপর ভাব থাকা চাই। ইহা 'আশা'র ফল মাত্র, অন্য কিছু নহে। ইহার ফলে, মুখ হইতে দোয়া উত্তমরূপে বহির্গত হয় এবং বিভিন্ন প্রকারে দোয়া করিবার তৌফিক পাওয়া যায়।

দ্বাদশ প্রণালী

যখন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে দোয়া করিতে আরম্ভ করিবে, ইহার পূর্ব্বে আরো কতিপয় দোয়া করিবে। তারপর, যে বিষয়ের জন্য দোয়া করিতে চাও, তাহা করিবে।

খোদাতা'লা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া ধীরভাবে আরম্ভ হয় এবং আরম্ভ হইলে তাহা উন্নতি লাভ করিতে থাকে। অন্য কথায়, মানব-ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তেজোৎপন্ন হয়, হঠাৎ হয় না।

এজন্য, কোন কোন সময়, মানুষ কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করিবার কিছুকাল পর, সফলতা দেখিতে না পাওয়ায় নিবৃত্ত হয়। কারণ সে শীঘ্র দোয়া কবুল হওয়া দেখিতে চায়, যাহা শীঘ্র হওয়ার নয়। **এজন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে দোয়া করিবার পূর্ব্বে, অন্যান্য দোয়া করা আবশ্যক।** যখন সেই দোয়াসমূহের দরুণ তেজ ও চুস্তি উৎপন্ন হইবে এবং দোয়াকারীর চিন্তা-শক্তি উন্নতভাবে ধাবিত হইবে, তখন বিশেষ উদ্দেশ্যটি খোদাতা'লার হুজুরে উপস্থিত করিবে।

ইহার জন্য আরো একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী আছে। মানুষ **প্রথমতঃ এমন দোয়া চাহিবে, যাহা খোদাতা'লা অবশ্যই শ্রবণ করেন।** যেমন,—'এলাহী, ইসলাম দ্রুত প্রচারিত হওক ! তোমার 'জালাল' ও 'কুদরত'—তোমার প্রভাব

প্রতাপ ও শক্তি—প্রকাশিত হওক! তোমার নবিগণের সম্মান বৃদ্ধি লাভ করুক! ইহাতে খোদাতা'লা বলিবেন, 'এমনই হওক।'

এইরূপে দোয়া করিতে করিতে তোমার উদ্দেশ্য উপস্থিত করিয়া বলিবে, 'এলাহী ইহাও যেন হয়।'

দোয়া কবুল করাইবার ইহাও একটি প্রণালী। এরূপে তেজস্বিতা ও কর্ম্ম-তৎপরতা উৎপন্ন হয়। এজন্য দোয়া খুব ভালরূপে করা যায়। তারপর, ইহাতে খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন। তাঁহার সন্তুষ্টির সময় দোয়া করিলে, তাহা অবশ্যই কবুল হয়।

ত্রয়োদশ প্রণালী

এমন স্থানে দোয়া করিতে হইবে, যাহা কল্যাণ ও 'বরকত' পূর্ণ। কারণ দোয়ার সহিত স্থানেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, জগতে কোন বস্তুর কোন ক্রিয়া বৃথা যায় না। প্রত্যেক বস্তুরই সামান্য হইতে সামান্য ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং, যখন কোন উত্তম জিনিষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয়, তখন সেই জিনিষের বিশেষ প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায়।

এ নিমিত্তই আঁ-হজরত (সাঃ) 'মক্কা', 'মদিনা' ও 'মসজিদ আকসায়' নামাজ পড়া, অন্য কোন স্থানে পড়া অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলময় বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সেখানকার ইট পাথরে কোন বিশেষত্ব আছে কি? না, শুধু সেই স্থানগুলি 'বরকত পূর্ণ।' যাহারা সেখানে নামাজ পড়ে, তাহাদের প্রতি সেই স্থানের উত্তম প্রতিক্রিয়া (আছর) হয়।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ হইতে 'বরকত' (আশীষ) প্রস্থান করে, জাতিসমূহ 'বরকত'-শূন্য হয়; কারণ, তাহারা স্ব স্ব নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এই অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলে; কিন্তু অচেতন বস্তুসমূহে খোদাতা'লার তরফ হইতে যে 'বরকত' সমর্পিত হয়, তাহা কখনো অপসারিত হয় না। তাহা সদাই থাকে (বিশেষ কারণ, বা বিশেষ অপকর্ম্ম ব্যতীত)।

আল্লাহ্‌তালা বলেন,—

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم—

—অর্থাৎ, "খোদাতা'লা কোন জাতির প্রতি 'ফজল' ও 'এহসান' করিতে চাহিলে, তিনি সেই পর্য্যন্ত তাহাতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন না এবং তাহা অপসারিত করেন না, যে পর্য্যন্ত সেই জাতি স্বয়ং আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন না করে।" সুতরাং, মানুষ তাহার অন্যায়াচরণের দরুণ খোদাতা'লার 'ফজল' আপনার প্রতি রুদ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু কোন অচেতন পদার্থ তাহা করিতে পারে না। এজন্য সদাই সেখানে 'ফজল' বিদ্যমান থাকে।

দেখ, মদিনার অধিবাসিগণ তাহাদের 'বদ-আমলের' দরুণ এমন হইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানকার অধিবাসীদের দোয়া আঁ-হজরতের সময় যেরূপ পূর্ণ হইত, এখন সেরূপ পূর্ণ হয় না। মক্কা-বাসিগণেরও এখন সেই অবস্থা। সেখানে আজিও দোয়া কবুল হওয়ার পূর্ব্বেকার ন্যায় 'আছর' (প্রভাব) আছে। সেখানে ইটের গ্রন্থন ও ভূমি বিকৃত হয় নাই—বিকৃত হইয়াছে শুধু মানুষ।

সুতরাং যে সকল স্থানে খোদা-তালার 'ফজল' অবতীর্ণ হয়, তাহা কখনো বন্ধ হয় না। কারণ, খোদাতা'লার ভাণ্ডার এমন প্রশস্ত যে, তাহা শূন্য হওয়ার ধারণা কখনো করা যায় না। এ নিমিত্ত যে সকল স্থানে খোদা-তা'লা বিশেষরূপে তাঁহার অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন, তাহা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। এ নিমিত্ত **বিশেষ স্থানে দোয়া বিশেষরূপে কবুল** হয়। দোয়া করিবার জন্য এমন স্থান নির্ব্বাচন করিবে।

হজরত খলিফাতুল মসিহ আওয়ালের (রাঃ) নিকট একটি 'মুসাল্লাহ্' (নামাজ পড়িবার বিছানা) ছিল। তিনি বলিতেন, যখনই তিনি সেই 'মুসল্লার' উপর বসিয়া দোয়া করিতেন, তখন বিশেষভাবে দোয়া কবুল হইত।

বিশেষ বস্তুতেও বিশেষ 'বরকত' বশতঃ বিশেষ প্রতিক্রিয়া (আছর) থাকে।

এজন্যই আঁ-হজরত (সাঃ) **গৃহে নামাজ পড়িবার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট** রাখা পছন্দ করিতেন। সেখানে 'এবাদত' ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করা হইত না। সাহাবাগণও ইহা কার্য্যতঃ 'আমল' (পালন) করিয়াছেন। হজরত মসিহ মাওউদও (সাঃ) 'বয়েতুদ্দোয়া (দোয়া-প্রকোষ্ঠ) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দোয়া কবিবার ইহাও একটি প্রণালী।

চতুর্দ্দশ প্রণালী *

প্রত্যেক দোয়া'রই খোদা-তা'লার 'ইস্‌ম' বা গুণ-সমূহের সহিত সম্বন্ধ আছে। এজন্য যখন কেহ দোয়া করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার প্রথমতঃ দেখা উচিত, তাহার কি বিষয়ের প্রয়োজন। তারপর, তদনুযায়ী খোদাতা'লার নাম অনুসন্ধান করিবে এবং সেই নাম লইয়া খোদাতা'লাকে ডাকিবে। ইহাতে দোয়া অতি সত্বর কবুল হয়।

যদি কেহ এরূপ বলে যে, "হে 'যু-এন্তেকাম, শাদীদুল-একাব'—'প্রতিশোধি গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা—খোদাতা'লা! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর," তবে তাহার দোয়া কবুল হইবে না। অথবা যদি কেহ বলে, "আর-রহমানুর-রহীম, গফুর, 'রহীম'—'অতি দয়াবান ক্ষমাশীল খোদা! তুমি আমার শত্রুকে বিনাশ কর," তবে তিনি তাহাকে ধ্বংস করিবেন না।

অবশ্য যদি কেহ এরূপ বলে 'হে গফুর রহীম মৌলা,—ক্ষমাশীল, দায়াবান, মোমেনের বন্ধু,—আমার প্রতি দয়া কর এবং আমার গোনাহগুলি ক্ষমা কর, তবে খুব সম্ভাবনা আছে যে, খোদাতা'লা তাহার দোয়া কবুল করিবেন।

অনেকে আল্লাহতা'লার গুণসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করে না। যে কোন নাম স্মরণ থাকিলে, তাহাই প্রত্যেক দোয়ার সময় উচ্চারণ করে; অথচ খোদাতা'লার প্রত্যেক নাম, যাহা কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'মুফ্‌রাদ কিম্বা মুরাক্‌কাব'—এক শব্দ কিম্বা বহু শব্দ যুক্ত হওক—স্ব স্ব স্থানে ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। **এজন্য স্বীয় প্রয়োজনাদি আল্লাহ্‌-তা'লার নামসমূহের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য তারপর, যে নামের অধীন যে প্রয়োজন হয়, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দোয়া করিতে হয়।**

খোদাতা'লার প্রত্যেক নামেই কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। প্রত্যেক নামই স্ব স্ব স্থানে বিশেষ প্রতিক্রিয়া (আছর) প্রকাশ করে। এজন্য যদি কোন স্থলে অবস্থার উপযোগী নামগ্রহণ না করিয়া অন্য কোন নাম গ্রহণ করা হয়—তবে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, উপযুক্ত নাম গ্রহণ করিলে যেরূপ হইতে পারে।

নবিগণ আল্লাহ্‌তা'লার নাম জানেন। তাঁহাদের ছাড়া, যাঁহাদিগকে খোদাতা'লা তৌফিক ও সামর্থ্য দেন, তাঁহারা এই প্রণালীতে লাভবান হইতে পারেন। ইহা দ্বারাও ফল লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

পঞ্চদশ প্রণালী †

দোয়া করিবার নীতি সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি, একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন দোয়া করিতে হয়, সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল খোদাতা'লার যে নাম আছে, তাহা, আহ্বান করিয়া দোয়া করিতে হয়।

খোদাতা'লার গুণাবলীরও বিভাগ বা অধিকার ও ক্ষেত্র আছে। মানুষের উচিত, সে যে দোয়া করিতে চায়, তাহা কোন্ বিভাগের অন্তর্গত তাহা অনুসন্ধান করে। তারপর, যে বিভাগ—অর্থাৎ, গুণ বা সিফতের উপযোগী হয়, খোদাতা'লার সেই গুণ বা 'সিফত' সমূহকে সম্বোধন করিবে। দোয়া তখনই কবুল হয়, যখন খোদাতা'লার সেই গুণগুলিকে সম্বোধন করা হয়, যে সকল গুণ সেই দোয়া সাপেক্ষ।

অবশ্য, আরো একটি প্রণালী আছে। খোদাতা'লার **'আল্লাহ'** নাম এমন যে, ইহাকে সম্বোধন করিয়া যাবতীয় উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লাভ করা যায়।

সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার অন্য নাম না জানে, কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুযায়ী খোদাতা'লার কোন 'সিফত', (গুণ) স্মরণ না করিতে পারে, তবে তাহার উচিত **"আল্লাহ" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক দোয়া করে।** কারণ, ইহা খোদাতা'লার এমন একটি নাম যে, তাঁহার সম্যক গুণাবলী ('সিফত' সমূহ) ইহার অন্তর্গত।

শত্রু হইতে রক্ষা লাভ, অভাব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি, পাপের ক্ষমা লাভ ও দুঃখ বিদূরিত করাইবার জন্য—এক কথায়, সর্বিপ্রকার দোয়া করিবার জন্য, এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে।

---

* ১৯১৬ সনের ২৯ শা জুলাই তারিখে রমজান মাসে প্রদত্ত কোরান শরীফের দরশ হইতে সংগৃহীত —অনুবাদক

† ১৯১৬ সনের ২৭শা আগষ্ট তারিখে রমজান মাসে প্রদত্ত কোরান করীমের দরশ হইতে সংগৃহীত। —অনুবাদকস

এ যুগে বহু বাধা-বিঘ্ন আমাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার শত্রু উৎপন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার আপত্তি ইস্‌লামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। তাহার প্রতিকারের জন্য আমাদের বহু প্রচেষ্টা ও সাহসিকতার প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা সফলতা ও বিজয় লাভের জন্য আর কি উপায় থাকা সম্ভবপর যে, আমরা খোদাতা'লার হুজুরে দোয়া করি, যেন তিনিই আমাদিগকে সাহায্য করেন। আপনারা আপনাদের 'এতেকাদ' (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) ও 'আমলের' (কর্ম্মের) বিশেষ 'এস্‌লাহ' (সংশোধন) করুন, যেন আপনাদের পানাহার, চলাফেরা, শয়ন, জাগরণ—বস্তুতঃ শ্রম ও বিশ্রামের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত শুধু তাঁহারই জন্য হয়।

বিবিধ সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ) ও হজরত উম্মোল মোমেনীন (মদঃ) প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া খোদাতা'লার দরগাহে 'দর্‌দে দেলের, সহিত দোয়া করিবেন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও কলিকাতা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী মহোদয় বর্ত্তমানে কাদিয়ান শরীফে আছেন। তিনি **'মজলিসে শুরায়'** (বিশ্ব আহ্‌মদীয়া পরামর্শ সভায়) যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাকে এই 'মহা পরামর্শ সভার' গুরু দায়িত্ব উত্তম রূপে সমাধা করিতে তৌফিক প্রদান করেন —আমীন।

জেনারেল-সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী ও সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ মহোদয় ইদানিং কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি তথায় কতিপয় মোকামী আঞ্জোমনের পরিদর্শন কার্য্যে ব্যপৃত আছেন। বন্ধুগণ তাঁহার সফলতার জন্য দোয়া করিবেন।

মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ইদানিং কিছু কালের ছুটি নিয়া কাদিয়ান শরীফ গমন করিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে শীঘ্রই বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার তৌফিক প্রদান করেন।—আমীন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন আহমদ সাহেব যিনি ভরতপুরে (মুর্শীদাবাদ) প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, বর্ত্তমানে ছুটিতে বাড়ীতে আছেন। তাঁহার শারিরীক অবস্থা খুব খারাপ; রক্তামশয়ে ভোগিতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া দোয়া করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব কৃষ্ণনগরে (নদীয়ায়) তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। বন্ধুগণ তাহার সফলতার জন্য দোয়া করিবেন।

আন্‌সারুল্লাহ—ইদানিং ক্রোড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার 'আন্‌সারুল্লা' দল সুনিয়মিতরূপে তবলীগ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহারা কতিপয় গ্রাম ও কুমিল্লা সহরে ট্রাক্ট বিতরণ ও দেখা-সক্ষাৎ দ্বারা তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাদের কার্য্যে সুফল প্রদান করুন এবং তাঁহাদিগকে আরো পুণ্য কার্য্য করিবার তৌফিক প্রদান করুন——আমীন।

দেবগ্রাম-খড়মপুর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী গোলাম মৌলা খাদীম সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই আরো কতিপয় আন্‌সারুল্লাহ্‌ ভ্রাতাসহ এক তবলীগী টুরে বহির্গত

হইবেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন এবং এই সৎ প্রচেষ্টায় তাঁহাকে সফলকাম করুন——আমীন।

দারুৎ-তবলীগ, ঢাকা—খোদাতালার ফজলে ঢাকা দারুৎ-তবলীগে কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ ও হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) কেতাবের 'দরস' জারি আছে এবং সাপ্তাহিক মিটিংও অনুষ্ঠিত হইতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন, আল্লাহ্‌ তা'লা এই অনুষ্ঠানসমূহকে 'বা-বরকত' ও 'কামইয়াব' করেন——আমীন।

প্রাপ্তিসংবাদ—ইদানিং নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে পাক্ষিক আহ্‌মদীর বাৎসরিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। জাজাহুমুল্লাহু আহ্‌সানুল-জাজা।

মৌলবী আবদুস্‌ সালাম সাহেব, বি-এ, মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেব, ঘাটুরা।

অন্যান্য বন্ধুগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব দেয় চাঁদা প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের চাঁদা এখনো অনাদায় আছে তাঁহাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, **আগামী ২৭শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের নামে 'আহ্‌মদী' পত্রিকা ভি, পি, করা হইবে।** আশা করি, কেহই ভি, পি, ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। যদি কেহ বিশেষ কোন অসুবিধা বশতঃ উক্ত তারিখ মধ্যে চাঁদা আদায় করিতে অক্ষম হন এবং শীঘ্রই আদায় করিতে প্রতিশ্রুত হন, তবে এরূপ বন্ধুগণ আগামী ২৭শে এপ্রিল মধ্যে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি জানাইলে, তাঁহাদের নামে ভি, পি, করা হইবে না।

আহমদ (আঃ)

সাধিতে মহৎ কার্য্য আহমদ হ'ল ধার্য্য
আল্লার আদেশ মতে
শিখাতে কোরান মর্ম্ম সত্য ইসলাম ধর্ম্ম
আসিল মর জগতে
ঐশীবাণীর মহারণে হারিল মৌলবিগণে
আহমদ জিত্তিল শেষে
আপ্রাণ চেষ্টায় তার ইসলাম পুনর্ব্বার
বিস্তারিল সব দেশে।

আবেদা

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যথনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া (এ বি আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা		মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম		"	৪৲
সিকি কলম		"	২৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	"	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	"	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	"	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম		মূল্য
Extracts from the Holy Quran	...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings	...	8 *as.*
The Teachings of Islam		4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions		12 *as.*
(Paper bound	...	8 *as.*)
The Imam of the Age	...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet	...	2 *as.*
The Future Religion of the World	...	2 *as.*
The Message from Heaven		1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয়	...	।০
আহমদীয়া মতবাদ	...	।০
ইমামুজ্জমান	...	৶০
আহমদ চরিত	...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ	...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু)	...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান	...	৶০
প্রীতি-সম্ভাষণ	...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম	...	৴১৫
তহকীক-উদ্দীন	...	৴১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	...	৴৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু)	...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).